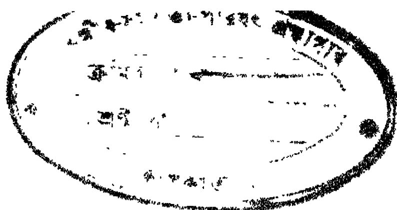
[illegible]

[illegible]

(বক্তৃতা)

গোস্বামী শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায়, বি, এ,



ধর্ম্মসূত্র

তত্ত্ববাদ



(বাঙ্গলা)

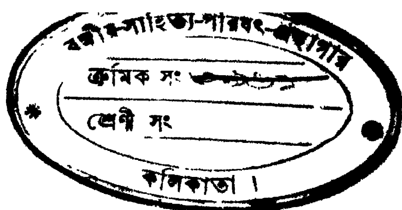
গোস্বামী শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
প্রণীত ও প্রকাশিত।

১ম সংস্করণ।

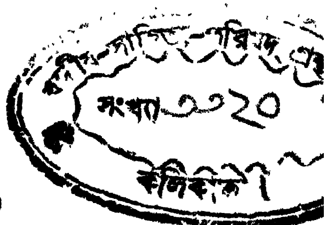
প্রাপ্তিস্থান—পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

১৩২১।

মূল্য ছয় আনা।



ধর্ম্মসূত্র



তত্ত্ববাদ

(বক্তৃতা)

গোস্বামী শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
প্রণীত ও প্রকাশিত।

১ম সংস্করণ।

প্রাপ্তিস্থান—পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

১৩২১।

মূল্য ছয় আনা।

ঢাকা শ্রীনাথ প্রেসে,

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভদ্র দ্বারা মুদ্রিত।

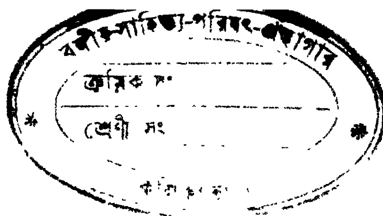
নিবেদন।

পূর্ব্বাঞ্চলে শিষ্যমণ্ডলে পরিভ্রমণ কালে, নানাস্থানে যে সকল বক্তৃতাদান করিয়াছি, তাহার শৃঙ্খলাবিধান করিয়া এই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। ইহা ধর্ম্ম শাস্ত্রের ক, খ, গ, ঘ। সাধারণ মৌলিক তত্ত্ব ব্যতীত ইহাতে অপর কিছু নাই। তত্ত্বগুলি যথাযথ সন্নিবেশে সমর্থ হইয়াছি কিনা, তাহা সুধীবর্গের বিচার সাপেক্ষ।

লৌকিক হিন্দুধর্ম্মে তত্ত্বের বিলাস, তাত্ত্বিক হিন্দু-ধর্ম্মের লৌকিক প্রকাশ, প্রদর্শন করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। পাঠক এই দ্বিবিধ সৌন্দর্য্য, এই জলদ-বিজুলীর খেলা, উপলব্ধি করিতে পারিলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

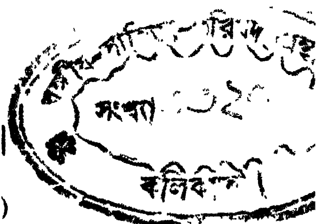
পঞ্চসার }
১৩২১ }

———



ধর্ম্মসূত্র।





তত্ত্ববাদ।

(বক্তৃতা)

আপনারা বিষয় কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া, ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক, এই সভায় সমবেত হইয়াছেন। আমার নিকট পাণ্ডিত্য বা আড়ম্বরপূর্ণ কোন বক্তৃতার আশা করিবেন না। তেমন বক্তৃতাদানের ক্ষমতা আমার নাই। আমি সাংখ্য বেদান্তের পণ্ডিত নহি। প্রাণে যে সকল তত্ত্ব অনুভব করিয়াছি, তাহা সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। দয়া করিয়া আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন।

আমার বক্তব্য বিষয়, ধর্ম্মসূত্র। ধর্ম্মসূত্র আর ব্রহ্মসূত্র, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছু নাই। হিন্দুর ধারণায়, ধর্ম্ম জগতকে ধারণ করিয়া রহিয়া-

ছেন; আবার ব্রহ্মেই জগত প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ধর্ম্মসূত্র ও ব্রহ্মসূত্র, একই জিনিশ হইবে। ব্রহ্ম ত অনুভূতির বিষয়। তিনি ত বাক্যের বিষয় নহেন। তিনি "অবাঙ্‌মনসোগোচর"। তাঁহার স্বরূপ কেহ অবগত নহেন। "নেতি, নেতি বিচারেণ,"— তিনি এরূপ নন, ওরূপ নন,—এই বিচার ক্রমে, তাঁহার সম্বন্ধে একটী ধারণা সিদ্ধ হয়। তাঁহাকে বাচালতার বিষয় করা ধৃষ্টতার কর্ম্ম। তথাপি বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায়, উহা অপরিহার্য্য। আপনারা আমার ধৃষ্টতা পরিহার করিবেন।

বর্ত্তমান সময় ধর্ম্মালোচনার বিশেষ উপযোগী। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ জগতের যাবতীয় সভ্যজাতির দীক্ষাগুরু।

জগতের অন্যান্য জাতি স্বাধীন, ভারতবর্ষ হ'ল পরাধীন; ঐ সকল জাতি বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, নানা গরিমায় গৌরবান্বিত; ভারতবাসী বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিপতিত, দারিদ্র পীড়নে নিষ্পেষিত; ঐ সকল জাতি একেশ্বর বাদী,

ভারতবর্ষ তাহাদের চক্ষে পুত্তল পূজক; ঐ সকল জাতির মধ্যে বর্ণভেদ, আশ্রমভেদ নাই; ভারতীয় সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; ঐ সকল সমাজে জ্ঞান ও ভক্তি ভাবময়, ভারতের জ্ঞান ও ভক্তি, মূর্ত্তিমান্ কর্ম্ম। এত পার্থক্য সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ কিরূপে অন্যান্য সভ্যজাতির দীক্ষাগুরুপদে বৃত হইতে পারে?

একটী বিষয় আছে, যাহা ভারতবর্ষে অতি প্রোজ্জ্বল রূপে ফুটিয়াছে, যাহা জগতের কুত্রাপি ঐরূপ বিমলভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধনা। পাশ্চাত্য মনীষীগণ ইহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এই জ্ঞানে, ভারতবর্ষ দীক্ষাগুরু, যাবতীয় সভ্যজাতি দীক্ষিত শিষ্য।

পৃথিবীব্যাপী দীক্ষা! ইহার মন্ত্র কি? বীজ কি? মূল কি? লক্ষ্যই বা কি? এই দীক্ষা মন্ত্রের বীজ "সত্য", মূল "প্রতিষ্ঠা", লক্ষ্য "আনন্দ"। যাহা সত্য, তাহা প্রতিষ্ঠিত; যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহা

সত্য। যাহা অসত্য, তাহা অপ্রতিষ্ঠিত; যাহা অপ্রতিষ্ঠিত, তাহা অসত্য। যাহা সত্য, প্রতিষ্ঠিত, তাহা আনন্দময়; যাহা অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, তাহা তাপদাহে দগ্ধ।

একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য, ব্রহ্ম; তিনি প্রতিষ্ঠিত, স্থির, নিত্য, আনন্দময়। জগতের অপর সমুদায় অসত্য; সুতরাং প্রতিষ্ঠা-রহিত, অস্থির, অনিত্য, তাপদাহে তপ্ত। আবার জাগতিক সমুদায়, ব্রহ্মের তুলনায় অসত্য হইলেও, অবান্তর ভাবে, আপেক্ষিক-হিসাবে, সত্য; সুতরাং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠাশালী না হইলেও, আপেক্ষিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত; এবং নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী না হইলেও, সাময়িক ও দৈশিক ব্যাপকতা সমন্বিত; পূর্ণানন্দময় না হইলেও, স্বল্লাধিক আনন্দময়। জগতের যে জিনিশ, মূল সত্য ব্রহ্মের যত নিকটবর্ত্তী, তাহা তত অধিকতর প্রতিষ্ঠিত, তত স্থিরতর, তত দীর্ঘরূপে ব্যাপক, তত অধিক আনন্দময়; যাহা ব্রহ্ম হইতে যত দূরবর্ত্তী, তাহা তত স্বল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত, স্বল্প স্থিরতাযুক্ত,

তাহার ব্যাপকতা তত অল্প, তাহার আনন্দময়ী শক্তি তত ক্ষুদ্র।

এই "সত্য ও প্রতিষ্ঠা" তত্ত্ব, প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব; জগতের মূল ভিত্তি। সত্য, সত্ত্বা সৎ; প্রতিষ্ঠা, শক্তিরূপিনী চিৎ; আনন্দ, হ্লাদিনী শক্তি। তিনে মিলিয়া, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ত্রিত্বের সমাবেশে জগত; জগত ব্রহ্মরূপ। বক্তৃতার ক্রমিক বিকাশে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

যাবতীয় সভ্য জগতের দীক্ষাগুরু। পদটী ত সামান্য গৌরবের নহে। সমষ্টিভাবে ভারতবর্ষ গুরুপদে বরণ হইয়া থাকিলে, ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসী এই গৌরবময় গুরুপদে বৃত। যে পরিমাণ গৌরব, তৎপরিমাণ দায়িত্ব।

দায়িত্ব নানাবিধ। পরের ঘরে যাইতে হইলে, ঘষা মাজা করিয়া সাজ সজ্জার মলিনতা বিদূরণ কর্ত্তব্য। আবার কি পরিচ্ছদে পাশ্চাত্য জগতে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে, তাহাও বিবেচ্য।

আমাদের যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির যাহা

কিছু অভিব্যক্তি, যাহা কিছু অনুষ্ঠান আছে, তাহার যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার লইয়া এই দীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিব, কি শিষ্যগণের আপাত দৃষ্টিতে যে যে দ্রব্য দুষ্ট বা অনাবশ্যক বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহা ছাটিয়া রাখিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিব?

এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণায় উপনীত হওয়া, প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। এই জন্য বর্ত্তমান সময় ধর্ম্মালোচনার বিশেষ উপযোগী।

লোকে দালানের বাহ্য শোভায় মুগ্ধ হয়। উহার ভিত্তির কথা কেহ ভাবে না। অথচ ভিত্তি, ইমারতের প্রতিষ্ঠা। যাহা ভিত্তি বহির্ভূত, তাহা ভঙ্গুর; যাহা ভিত্তির উপর গঠিত, তাহা স্থির। প্রাসাদ যত উচ্চ, ভিত্তি তত গভীর। ভিত্তি লোক-লোচনের অন্তরাল; মৃদভান্তরে লুক্কায়িত।

স্থূল জগত যেন একটা প্রকাণ্ড ইমারত। মৃত্তিকার অভ্যান্তরে ইহার ভিত্তি লুক্কায়িত। এই ভিত্তির নাম সূক্ষ্ম জগত। সূক্ষ্ম জগতরূপ ভিত্তির উপর, স্থূল জগত প্রতিষ্ঠিত। স্থূল জগত, লৌকিক জগত, ব্যবহারিক

জগত ; সূক্ষ্ম জগত, তাত্ত্বিক জগত, পারমার্থিক জগত। লৌকিক জগতে, কেবল আত্ম-গোপন, সাজ, সজ্জা ; অন্তর লুপ্ত, বাহ্য দীপ্যমান। তত্ত্বের জগতে স্বরূপ প্রকাশ, সাজ নাই, সজ্জা নাই, কেবল নগ্ন সত্য, নিরাবরণ তত্ত্ব ; নিজ নিজ সহজ রূপে বিরাজিত। লৌকিক জগতে সংক্ষোভের বিলাস ; তত্ত্বের জগতে অক্ষোভ। লৌকিক জগতে এমন একটি প্রকাশ নাই, যাহার মূল, তত্ত্বের জগতে প্রতিষ্ঠিত নহে ; তত্ত্বের জগতে এমন একটি সত্য নাই, যাহার প্রকাশ লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না। লৌকিক জগত দেহ ; তত্ত্বের জগত প্রাণ। তত্ত্বের তেজে লৌকিক সঞ্জীবিত, তত্ত্বের সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, তত্ত্বের আনন্দরসে প্রমোদিত। লৌকিক জগত, তাত্ত্বিকে প্রতিষ্ঠিত। লৌকিক কে ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া, তাত্ত্বিক জগত, ধর্ম্ম। উহাতে প্রবেশ, ধর্ম্ম সাধন। প্রবেশের সূত্র, ধর্ম্মসূত্র।

আপনারা শুনিয়াছেন, লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম পুরাণ ও তন্ত্রসম্মত ; তাত্ত্বিক হিন্দুধর্ম্ম ঔপনিষদিক

ব্রহ্মবাদ। যেন উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ; একটা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর। ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ, পৌরাণিক উপাখ্যান অনুষ্ঠান গুলিকে জ্বালাইয়া, পোড়াইয়া ছাড় খাড় করিয়া দিতে উদ্যত; আবার পৌরাণিক উপাখ্যান অনুষ্ঠান গুলি, তাহাদের আবর্জ্জনার চাপ ফেলিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমলাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে ব্যস্ত। তত্ত্বজ্ঞানী, উপাখ্যান অনুষ্ঠান কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; তাহার মতে উপাখ্যানে আস্থাবান্ অনুষ্ঠানপরায়ণ লোক, কুসংস্কারাবিষ্ট। আবার উপাখ্যানবাদী অনুষ্ঠানী, তত্ত্ব জ্ঞানকে দূরে সরাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন; তাহার মতে তত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মবাদী অহিন্দু।

এ বিরোধের মূলে কিছুই নাই। হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান ক্ষণিকস্ফুরণে পরিসমাপ্ত নহে; উহা সিদ্ধির বিষয়; স্থিরীকরণ উহার লক্ষ্য। তবে জ্ঞানের সহায়, উপাখ্যান অনুষ্ঠান; উপাখ্যান অনুষ্ঠানের সহায়, জ্ঞান। উভয়ের মিলনে পূর্ণ পন্থা; বিচ্ছেদে অর্দ্ধ পথেই গতিরোধ।

ভাল, হিন্দুর পুরাণগুলি কি এমনি জঘন্য? মহাভারত পুরাণ বলিয়া পরিগণিত। উহা ত হিন্দুর পঞ্চম বেদ। যে ভগবদ্গীতা বর্ত্তমান যুগে হিন্দুর প্রাণ, তাহা মহাভারতের অংশভূত। মহাভারতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ভগবদ্গীতার বীণা ঝঙ্কার।

মহাভারত ছাড়িয়া, ভাগবত অন্যতম পুরাণ। যাহারা ভাগবত সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন, তাহারা গ্রন্থখানি একবার আদ্যন্ত পাঠ করিবেন। তখন অবজ্ঞার স্থলে বিস্ময়ের উদয় হইবে। সাংখ্য বেদান্তের তত্ত্ব, ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়া, নানা উপাখ্যানসূত্রে লোক সমাজে প্রচার, ভাগবতের উদ্দেশ্য। যদি কেহ সাংখ্য বেদান্তের বিচারাবলী এড়াইয়া, ঐ দুই শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি সরল ভাষায় আনন্দ মনে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভাগবত পড়িবেন। একমাত্র ভাগবত, তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবে।

তারপর ভাগবতের বৃন্দাবন লীলা। ভাগবতের ঐ অংশ ত বৈষ্ণবগণের বড় আদরের। যাহারা

জৈব ভূমিকায় অবস্থিত, তাহারা ভাগবতের গোপী-লীলা পাঠ করিবেন না। এইজন্য রাস-লীলায় ভাগবতকার শত নির্ব্বন্ধ দিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা জৈব ভূমিকার উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, সংসারকে বিদায় দিয়াছেন, আমিত্ব লোপ করিয়াছেন, কৃষ্ণময় জগত অনুভূতি হইয়াছে, তাহারা গোপী-লীলার মর্ম্ম পরিগ্রহে সমর্থ। তাহাদের চক্ষে উহা ভক্ত ভগবানের চির কাঙ্ক্ষিত মিলন, উদ্বেল আনন্দ বিলাস। যোগ বাশিষ্ঠে লিখিত আছে—

বিচারণাপরিজ্ঞাত এতস্মিন্ পরমেশ্বরে।
অভ্যুদেতি পরানন্দো লব্ধে প্রিয়জনে যথা॥
অস্মিন্ দৃষ্টে পরে বন্ধাবুদ্দামানন্দদায়িনি।
আয়াস্তি দৃষ্টয় স্তাস্তা যাভি র্ভঙ্গো বিলীয়তে॥

ব্রহ্ম পরমবন্ধু, উদ্দামআনন্দদায়ক; তাহাকে লাভ করিলে, পরমানন্দ জন্মিয়া থাকে। ইহার অভিব্যক্তি ভাগবতকার যেমন তত্ত্বও রসের

ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন অপর কিছুতে হইতে পারে না। গোপীলীলা ভাগবতের গৌরব।

বিষ্ণুপুরাণ আয়তনে খর্ব্ব হইলেও, তত্ত্বের গভীরতায় মহাভারত ও ভাগবতের সমতুল্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে অদ্বৈত ও সেবাবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয়। আমি সকল পুরাণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশে অসমর্থ। স্কন্দ ও পদ্মপুরাণের যে সকল উদ্ধৃত অংশ দেখিয়াছি, তাহাতে ঐ দুই পুরাণকে উচ্চঅঙ্গের গ্রন্থ বলিয়া ধারণা করিয়াছি।

আমার অনুরোধ কেহ পুরাণের প্রতি অবজ্ঞা-পোষণ করিবেন না। তত্ত্ববাদী হিন্দুর মস্তিষ্ক হইতে কখনও অজ্ঞানের আবর্জ্জনা নির্গত হয় নাই। পুরাণের আখ্যায়িকার অভ্যন্তরে অবশ্যই তত্ত্বের অন্তঃস্রোত প্রবহমান।

স্বর্গলাভ হিন্দুর লক্ষ্য নহে। হিন্দুর চক্ষে স্বর্গভোগস্থান। পৃথিবীর ন্যায় ভোগস্থান; কেবল তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ভোগ, এইমাত্র প্রভেদ।

স্বর্গভোগের অবসান আছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্য মাসাদ্য সুরেন্দ্র লোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্ম মনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

যজ্ঞবলে স্বর্গলাভ; স্বর্গে দিব্য উপভোগ; পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুতি; পুনঃ অধোলোকে আগমন। স্বর্গ হিন্দুর লক্ষ্য নয়।

হিন্দুচাহে তাহার "স্বপদ", "স্বরূপ"। পাতঞ্জল তাহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন—

তদা দ্রষ্টুঃ (আত্মনঃ) স্বরূপে হবস্থানম্।

চাহি আমার "পদ", আমার "রূপ"। সেইপদ, সেইরূপ, অমৃতের সাগর, আনন্দের আকর।

উহাতে বাসনার ঝটিকা নাই; রত্নরাজিতে মল নাই। নির্ম্মল আকাশ, বিমল জ্ঞান সূর্য্য। মানুষ তাহার ঐ পদ হইতে পরিচ্যুত, ঐ রূপ হইতে বিকৃত। এই পরিচ্যুতির অবসান, বিকৃতির প্রকৃতিস্থতা সাধন, হিন্দুর লক্ষ্য। ইহাই হিন্দুর ধর্ম্ম।

পাশ্চাত্য গণিতে একটী কথা আছে, কোনও সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে অনন্তের দিকে যাইলে, আবার বিপরীতক্রমে কমিতে কমিতে অনন্তের দিকে গেলে, উভয়ক্রম অনন্তপদে একস্থানে সমাগত হইবে। অতিক্ষুদ্র, অতিবৃহৎ একস্থানে মিলিবে।*

একটি স্থূল দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। এক টুক্‌রা কস্তূরী। রেণুসমূহ বায়ুভরে বিক্ষিপ্ত হইয়া কস্তূরীটী তিরোহিত হইল। খণ্ড কস্তূরীর লোপ হইল; খণ্ডরূপে লোপ হইয়া অখণ্ডরূপে ব্যাপক হইয়া পড়িল। ঘর কস্তূরীময়, বাড়ী

* Positive and Negative Infinities meet at Eternity.

কস্তূরীময়, পাড়ায় কস্তূরীগন্ধ; গ্রাম, দেশ, এমনকি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কস্তূরীরেণুতে পরিব্যাপ্ত। কস্তূরী কিছু না হইয়া সব কিছু হইল।

পাতঞ্জল-যোগসূত্রে একটী কথা আছে,—

অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।

অচৌর্য্য অভ্যাসে সকল রত্ন লাভ হয়। এস্থলে চৌর্য্য অর্থে আইনতঃ যাহা পরস্ব, তাহা অপহরণ, কেবল এইটুকু নহে। যাহা আইনের হিসাবে আমার হইলেও, নীতির হিসাবে অপরের, অপরকে তাহা না দেওয়া চৌর্য্য। দুইজন বুভুক্ষু। একের অর্দ্ধসের চাউল আছে, অপরের কিছুই সঞ্চয় নাই। এস্থলে নীতির হিসাবে একপোয়া চাউল, সঞ্চয়হীন বুভুক্ষুর বটে। তাহাকে উহা না দেওয়া চৌর্য্য। চৌর্য্যের এই অর্থ ধরিয়া, একবার অচৌর্য্য অভ্যাস করুন। দেখিবেন নিজস্বে স্বামিত্ব লোপ হইবে; যে পরিমাণে নিজস্বে স্বামিত্বলোপ, ঐ পরিমাণে পরস্বে স্বামিত্বের আবির্ভাব। পরিশেষে আপনার বলিতে কিছুই নাই; অথচ আপনার

বলিতে সব। আপনি অকিঞ্চন হইয়াও সর্ব্ব সম্পদের অধিস্বামী। কিছু না হইয়াও সব কিছু।

শৈশবে আমি বলিতে স্বয়ং। আমার অশন, আমার বসন, আমার চিন্তা। যৌবনে পত্নীলাভ; তখন আমিত্বের মধ্যে, আমি স্বয়ং এবং পত্নী। আমার ন্যায়, পত্নীর অশন, বসন, আমার চিন্তা। ক্রমে পুত্রকন্যার আবির্ভাব; তখন আমিত্বের প্রসর বৃদ্ধি। ঐ গণ্ডীর ভিতর সসন্তান আমি এবং পত্নী। তদনন্তর গণ্ডীর আরও বৃদ্ধি। তখন উহার অভ্যন্তরে, পৌত্র, দৌহিত্র, আত্মীয়, কুটুম্ব সন্নিবিষ্ট। ক্রমে গ্রামবাসী, দেশবাসী, বিশ্ববাসী উহার অন্তর্গত। যত প্রসর বৃদ্ধি, তত খণ্ড আমিত্বের তরলতা। পরিশেষে খণ্ড আমিত্বের সম্যক্ লোপ; বিশ্বব্যাপক আমিত্বের আবির্ভাব। আমি কিছুই নহি; অথচ সব কিছু।

ইহাই হিন্দুর খণ্ড ও অখণ্ডতত্ত্ব। খণ্ডের লোপ বলিতে, অখণ্ডে বিলয়; ক্ষুদ্রের অবসান, মহতে পরিণতি; স্বল্পের নির্ব্বাণ, বিশালে অবস্থিতি;

অপূর্ণের তিরোধান, পূর্ণের আবির্ভাব; ব্যষ্টির অপলাপ, সমষ্টির উদয়।

খণ্ডপদ, আমাদের অপদ; খণ্ডরূপ, আমাদের অরূপ। অখণ্ডপদ, আমাদের স্বপদ; অখণ্ডরূপ, আমাদের স্বরূপ। খণ্ডপদ হইতে অখণ্ডপদে আগমন, খণ্ডরূপ হইতে অখণ্ডরূপে অবস্থান, আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভে জীবনের সার্থক্য; অলাভে ব্যর্থতা। ইহার লাভ, অখণ্ড সিদ্ধি; তদিতর লাভ, খণ্ডসিদ্ধি।

লৌকিক ভাষায়, এটা সেটা লাভ, খণ্ডসিদ্ধি; যাহা লাভ করিলে, আর কিছু লব্ধব্য থাকে না, তাহা লাভ অখণ্ড সিদ্ধি। খণ্ড সিদ্ধির উপায় খণ্ড সাধনা; অখণ্ড সিদ্ধির উপায় অখণ্ড সাধনা।

অনেকে ভাবেন, নির্ব্বাণ বা মোক্ষ বড় বাঞ্ছনীয় লক্ষ্য নহে। উহাতে আমিত্বের সম্যক্ লোপ। যে "আমি" চিন্তারাজ্যের রাজা, ভাবের উৎস, যে "আমি" এর ইঙ্গিতে বিশ্বসংসার টলমল, সেই মহামহিমান্বিত আমিত্বের লোপ! এত বড়

শোচনীয় কথা। কিন্তু আমিত্বের লোপ বলিতে, মহা আমিত্বের আবির্ভাব। খণ্ডতা হইতে অখণ্ডতা, স্বল্পতা হইতে বিশালতা লাভ। গৌরবের অপচয় নহে; গৌরবের উপচয়।

এটা সেটা লাভ খণ্ড সিদ্ধি। চণ্ডীর লিখিত

ধনং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি।

প্রার্থনানুরূপ ধন, জয়, যশলাভ ও শত্রুক্ষয়, খণ্ড সিদ্ধি। ইহা লাভের উপায় খণ্ডসাধনা। অজস্র খণ্ড অভাব, অজস্র খণ্ডসাধনা, অজস্র খণ্ডসিদ্ধি। একের পর আর, আরের পর আবার আর। খণ্ডতার অনন্ত স্রোত।

খণ্ডসিদ্ধিগুলি প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত; ঐহিক, পারত্রিক। ঐহিক আবার সম্পদ উদ্দেশ্যক, আপদ বিষয়ক। সম্পদ উদ্দেশ্যক আবার দ্বিবিধ; অনাগত সম্পদ লাভ বিষয়ক, যেমন ধন চাই, পুত্র চাই; আগত সম্পদ স্থিতিবিষয়ক, যেমন ঘরে সৌভাগ্য অচল থাকুক। আপদ বিষয়ক আবার দ্বিবিধ; আগত আপদ দূর হউক, যেমন

পীড়া হইয়াছে, আরোগ্য চাই ; অনাগত আপদ প্রতিষিদ্ধ হউক, যেমন সর্ব্বাপচ্ছান্তি।

পারত্রিক খণ্ডসিদ্ধি দ্বিবিধ ; সম্পদ উদ্দেশ্যক, আপদ প্রতিষেধক। সম্পদ উদ্দেশ্যক, যেমন অক্ষয় স্বর্গলাভ ; আপদ প্রতিষেধক, যেমন "যেন কালে না ছোয় মোরে"।

যেমন অনন্ত খণ্ড সিদ্ধি, তেমন অনন্ত খণ্ড সাধনা। লক্ষ্মীপূজা, কার্ত্তিকপূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসা-পূজা, রক্ষাকালীপূজা ইত্যাদি ঐহিক উদ্দেশ্য সংসৃষ্ট ; ধর্ম্মঘট সর্ব্বজয়াদি ব্রত, অশ্বমেধ রাজসূয়াদি যজ্ঞ, পারত্রিক উদ্দেশ্য সম্ভূত। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

খণ্ডফল আকাঙ্ক্ষায় খণ্ডদেবতার পূজা করিলে, সত্বর খণ্ডসিদ্ধি লাভ হয়।

খণ্ডসিদ্ধি, সাধনা তাহার খণ্ড। খণ্ড সাধনা বলিয়া কি পরিহার যোগ্য ?

একটী স্থূল দৃষ্টান্ত লউন। একখানা এঞ্জিন চলিতেছে। উহার অভ্যন্তরে কত যন্ত্র, কত কল, কত কুলুপ। একের তুলনায় অপর ক্ষুদ্র, অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রয়োজনীয়। তথাপি, কি একটী কুলুপ কম হইলে, এঞ্জিনটী চলিতে পারে ? সমগ্র কল কুলুপ যন্ত্রের সমবেত ফল ঐ এঞ্জিন।

তেমনি, বহু জটিল সাধনার সমবেত ফল, আমাদের আত্যন্তিক আধ্যাত্মিকতা, ঐকান্তিক অন্তর্ম্মুখীনতা। যাহার গৌরব দর্শনে ইদানীং সভ্যজগত স্তম্ভিত। ঐ জটিল যন্ত্রের একটী অংশ বাদ দিলে যে সমগ্র নষ্ট! তবে খণ্ড সাধনাগুলি কিরূপে পরিহার্য্য হইবে ? যদি ঐকান্তিক ধর্ম্ম-প্রবণতা প্রার্থনীয় হয়, তবে তদভিমুখী খণ্ডসাধনা-গুলি রক্ষণীয়।

এই প্রশ্নটীকে অন্যভাবেও দেখা যাইতে পারে। ছেলের অসুখ। ক্রিয়াশক্তি উত্তেজিত; গ্রামের ডাক্তার আসিল। শান্তি হইল না; ক্রিয়া চলিতে লাগিল, সহরের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন

ডাকা হইল। আরোগ্য হইল না; ক্রিয়ার বিরাম নাই; সিভিলসার্জ্জন আনা হইল। দেখিয়াছেন, স্থূল জগতের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম এক জগত রহিয়াছে; স্থূল ঐ সূক্ষ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ছেলের পিতা স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আরোহণ করিলেন; তাহার ক্রিয়াশক্তি, এইবার সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি ধারণ করিল; মনসার পূজা করিয়া রোগ প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। জীবনের আধ্যাত্মিকতাও অন্তর্ম্মুখীনতার প্রসর বৃদ্ধি হইল।

খণ্ড আধ্যাত্মিক ক্রিয়ায় সমষ্টি, আমাদের অখণ্ড আধ্যাত্মিক জীবন। খণ্ড খণ্ড মিলিয়া, অখণ্ড গঠন। খণ্ড ছাড়িয়া অখণ্ডে প্রয়াস বাতুলতা। ক্ষুদ্র ধারা চাপিলে, স্রোতস্বতী পরিশুষ্কা।

যে সিদ্ধি লাভ হইলে, অপর কিছু লব্ধব্য থাকে না, তাহা অখণ্ড সিদ্ধি। ব্রহ্মসিদ্ধি, অখণ্ড সিদ্ধি। উহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, একবার সৃষ্টি সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা আলোচনা আবশ্যক।

লৌকিক জগতে দেখা যায়, দুইটী কারণ ভিন্ন কোন নূতন পদার্থের উৎপত্তি হয় না। একটী ঘট গড়া হইবে, এক ডেলা মৃত্তিকা ও কুম্ভকার আবশ্যক। একটী কুণ্ডল গঠন হইবে, একজন স্বর্ণকার ও এক ডেলা সুবর্ণ চাই। মৃত্তিকাও সুবর্ণ উপাদান কারণ, কুম্ভকার ও স্বর্ণকার নিমিত্ত কারণ।

লৌকিক জগতের সূত্র ধরিয়া, সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তাহাতে উপাদান ও নিমিত্ত দুইটী কারণ উপলদ্ধ হয়। উপাদান পদার্থ; নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং।

এই ব্যাখ্যায় দুইটী আপত্তি। প্রথম, ইহাতে দুইটী অনাদিতত্ত্ব স্বীকার করা হয়; সৃষ্টিকর্ত্তাও পদার্থ। দুইটী অনাদিতত্ত্ব স্বীকার করা, আর সৃষ্টির রহস্য ভেদে অসমর্থ হওয়া, এক কথা। দুইটী অনাদিতত্ত্ব স্বীকার করিলে, পাঁচটী অনাদিতত্ত্ব স্বীকার করা যায়। এ জগত আদিতে এমন ছিল, একথাও বলা যায়। দ্বিতীয় আপত্তি, এই ব্যাখ্যায়

পদার্থকে পরতর তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা হয়। যেমন মৃত্তিকা, তেমন ঘট; যেমন স্থবর্ণ, তেমন কুণ্ডল; তদ্রূপ যেমন পদার্থ, তেমন জগত। তবেত, সৃষ্টিকার্য্যে ঐশশক্তি পদার্থশক্তি দ্বারা নিয়মিত।

সৃষ্টি বিষয়ে হিন্দুর ধারণা লৌকিক সৃষ্টির অনুযায়ী নহে। হিন্দু বলেন, জগত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সূক্ষ্মব্রহ্ম, স্থূল জগতরূপে প্রকট। ব্রহ্ম সত্য, জগত অধ্যাস। যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে—

ইত্থং জগদহন্তাদি দৃশ্যজাতং ন কিঞ্চন।
অজাতত্বাচ্চ নাস্ত্যেব যচ্চাস্তি পরমেবতৎ॥

এই দৃশ্যমান জগত কিছুই নহে; ইহা জন্মে নাই; ইহার অস্তিত্ব নাই; যিনি আছেন, তিনি পরমেশ্বর।

ব্রহ্মস্বরূপ, জগত বিরূপ। ব্রহ্ম প্রকৃত, জগত বিকৃত। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, তোমাকে এমন একটি জ্ঞান উপদেশ

করিতেছি, যাহা জানিলে, তোমার আর জ্ঞাতব্য কিছু থাকিবে না। ভগবান্ বলিলেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, মন, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) এবং অহঙ্কার এই আটটী আমার প্রকৃতি। ইহারা আমার নিকৃষ্টা প্রকৃতি; ইহা হইতে আমার এক উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে; তাহা চৈতন্যস্বরূপা; তাহা দ্বারা আমি জগতকে ধারণ করিয়া আছি।

ইহাই উপনিষদের "সর্ব্বঞ্চখল্বিদং ব্রহ্ম"; ইহাই "ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা"; ইহাই "হরিনাম সত্য, কৃষ্ণনাম সত্য, কৃষ্ণময় জগত" ইত্যাদি লৌকিক কথা। ইহাই স্থূলের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মের আবাস; লৌকিকের অন্তরে তত্ত্বের বিলাস।

সূক্ষ্ম ব্রহ্ম স্থূল জগত রূপে প্রকট। একদা ইহা হয় নাই। ব্রহ্ম ও জগত, এতদুভয়ের মধ্যে

কতকগুলি অন্তর্ব্বর্ত্তী স্তর। ঐ স্তরগুলি সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। গীতায় যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহা এইরূপ—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্ত মেবচ।
ইন্দ্রিয়ানাং দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), অব্যক্তা প্রকৃতি, পঞ্চ জ্ঞান ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, একাদশ ইন্দ্রিয় মন, এবং পঞ্চ তন্মাত্র।

বড় একটা মস্ত কথা হইল। এই দৃশ্যমান জগত মিথ্যা; যিনি নয়নের অগোচর তিনি সত্য। ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ? তাহা নয়। জগত সৎ, অসৎ উভয়; সত্য এবং মিথ্যা। আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম হিসাবে সৎ, সত্য; বাহ্য স্থূল প্রকাশ হিসাবে অসৎ, মিথ্যা। আবার জগতের বাহ্য স্থূল প্রকাশ, লৌকিক ব্যবহারিক হিসাবে সত্য, কঠোর সত্য, এমন সত্য যে উহা জ্ঞানও বিজ্ঞানের বিষয়; কিন্তু তত্ত্বের হিসাবে মিথ্যা, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এক অবাস্তব প্রপঞ্চ।

সকালে সূর্য্য উঠিবে, মধ্যাহ্নে সূর্য্য মধ্য গগনে থাকিবে, সন্ধ্যায় পশ্চিমে অস্ত যাইবে, আবার সকালে উঠিবে ; ক্ষুধায় আহারে ক্ষুন্নিবৃত্তি, অনাহারে পীড়াসৃষ্টি ; পীড়ায় ঔষধে আরোগ্য, অনারোগ্যে মৃত্যু। লৌকিক হিসাবে এ সকল ত সত্য ; অবিসংবাদিত সত্য ; মিথ্যা ভাবিয়া চলিলে পদে পদে বিপদ। কিন্তু লৌকিক হিসাবে সত্য হইলেও, তত্ত্বের হিসাবে মিথ্যা। সকাল, সন্ধ্যা : আদি, মধ্য ; জীবন, মরণ ; ক্ষুধা, তৃপ্তি ; এই সকল দ্বন্দ্ব, এক নির্দ্বন্দ্ব, মহাসাগরের তরঙ্গ।

জগত ভ্রমাত্মক, মায়াময়। তবে কি উহার কর্ম্ম গুলি উপেক্ষণীয় ? যতক্ষণ লৌকিক জগতে রহিয়াছি, তত্ত্বের জগতে প্রতিষ্ঠিত হই নাই, ততক্ষণ নিশ্চয় উপেক্ষণীয় নয়। ক্ষুধা, তৃপ্তি ; জীবন, মরণ ; দ্বন্দ্বজ্ঞান যতক্ষণ আছে, অদ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ততক্ষণ আহার গ্রহণ, ঔষধ সেবন অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে বিপদ্। গীতাশাস্ত্রে লিখিত আছে—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥

নিয়ত কর্ম্ম করিবে ; কর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ ; কর্ম্ম না করিলে শরীর রক্ষাও অসম্ভব।

তন্ত্রের জগতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, জ্ঞান সহকারে অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিবার উপদেশ আছে। নচেৎ লোকস্থিতি উৎসন্ন হইয়া যায়। ভাগবতে লিখিত আছে, তত্ত্ব জ্ঞানী কর্ম্মাতীত হইলেও, কর্ম্মত্যাগ না করিয়া "গা মটেৎ" ; তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইবেন। গীতায় লিখিত আছে—

সক্তাঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত ।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথা সক্ত শ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥

অজ্ঞানী যেমন কর্ম্মকরে, জ্ঞানী তেমন কর্ম্ম করিবে ; অজ্ঞানী আসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানী আসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্ম করিবে ; নচেৎ লোকস্থিতি রক্ষা হয় না। যোগবাশিষ্ঠে ঐ উপদেশ—

বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদিসংরম্ভবর্জ্জিতঃ ।
কর্ত্তা বহি রকর্ত্তান্তর্লোকে বিহর রাঘব ॥

বাহিরে আবেগ ময়, ভিতরে নিরাবেগ হইয়া, ভিতরে অকর্ত্তা, বাহিরে কর্ত্তা হইয়া সংসারের কর্ম্ম কর।

সূক্ষ্ম ব্রহ্ম, স্থূলজগত রূপে প্রকট। তবে কি জগতে ব্রহ্মানুভূতি? সত্য, জগতে ব্রহ্মানুভূতি; জগতই ব্রহ্মানুভব স্থল। স্থূল জগতকে অতিক্রম করিয়া, কিরূপে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করিব? কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে? ভাগবত কি বলেন, শ্রবণ করুন।

সূক্ষ্ম ব্রহ্ম, এবং তাহার অভিব্যক্তি এই জগত এতদুভয়ের মধ্যে সাংখ্যকার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতকার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের আদিতে একটী নূতন কথা যোজনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্রহ্ম তত্ত্বে প্রবেশের সূত্র স্বরূপ।

ভাগবত বলেন, ভগবান্ কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন; যেই তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইল, অমনি তাঁহার ভ্রূযুগল হইতে কাল নামক এক পুরুষ বহির্গত হইলেন। "কারণার্ণব," "শয়ন," "ভ্রূযুগল" ইত্যাদি স্থূলতা, কেবল ব্রহ্মকে বাক্যের

বিষয়ীভূত করিবার অনুরোধে। আপনারা স্থূলে সূক্ষ্ম অনুভব করিয়া লইবেন। সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে, কাল নামক এক পুরুষ নির্গত হইলেন।

কালের ধর্ম্ম সংক্ষোভ। "কালঃ সংক্ষোভ-কারকঃ"। সংক্ষোভ, আলোড়ন, বিলোড়ন, পরিবর্ত্তন, এই ছিল এই নাই, এরূপ ছিল ওরূপ হইল, এখানে ছিল ওখানে গেল, ইহা কালের কর্ম্ম। পক্ষান্তরে সংক্ষোভ, আলোড়ন, বিলোড়ন, পরিবর্ত্তন আছে বলিয়া, কাল। একগাছা তৃণ, এই এখানে ছিল, এখন জলস্রোতে ওখানে গেল; "এই এখানে", "এখন ওখানে" এই পরিবর্ত্তন হইতে কালের অনুভূতি। কাল সংক্ষোভের কর্ত্তা, কিংবা সংক্ষোভে কালের উদ্ভব, যেমন ইচ্ছা ভাবুন। বিষয়টী প্রত্যক্ষসিদ্ধ!

কাল দেখিলেন, প্রকৃতি গুণসাম্যে অব্যক্তা হইয়া ভগবানে লীনা। সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ; ইহার সাম্যে প্রকৃতি অব্যক্তা; বৈষম্যে প্রকৃতি ব্যক্তা।

কথাটী দেহের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইব। আয়ু-র্বেবদ শাস্ত্রে বলে, বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিধর্ম্মাত্মক দেহ। ধর্ম্ম সাম্যে দেহ সুস্থ; ধর্ম্ম বৈষম্যে দেহ অসুস্থ। সুস্থদেহ অব্যক্ত। রুগ্নদেহ ব্যক্ত; রোগ যত প্রবল, দেহ তত স্ফুটরূপে ব্যক্ত। যখন সুস্থ, তখন দেহের অস্তিত্বজ্ঞান আদবে থাকেনা। যখন ক্ষুধা লাগে, তখন মনে হয় পেট আছে; একটী আঙ্গুলে বেদনা হইল, মনে ফুটিল আঙ্গুলটী আছে; বেদনা বেশী তীব্র হইলে, দেহের অন্য অংশ নাই, কেবল আঙ্গুলটী আছে। বুঝাগেল ধর্ম্ম বৈষম্যে দেহ ব্যক্ত; ধর্ম্ম সাম্যে দেহ অব্যক্ত। বায়ু, পিত্ত, কফ, যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। গুণত্রয়ের বৈষম্যে প্রকৃতি ব্যক্তা; সাম্যে প্রকৃতি অব্যক্তা।

কাল দেখিলেন, গুণ সাম্যে প্রকৃতি অব্যক্তা। তিনি সংক্ষোভ ঘটাইলেন; গুণ বৈষম্যে প্রকৃতি ব্যক্তা হইয়া পড়িলেন।

স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে আমাদের গতি। এখন আমরা এই সংক্ষোভ-

ক্রমের আরও উচ্চতর ভূমিকায় আরোহণ করি। প্রকৃতি-সংক্ষোভ নীচে রাখিয়া, একবার ব্রহ্ম-সংক্ষোভ ভাবিয়া দেখি।

সংক্ষোভে একে তিন, সঙ্কোচে তিনে এক; ইহা হিন্দুর একটী সূত্র। সৃষ্টির ইচ্ছা সংক্ষোভ; সৃষ্টি সংহরণ, প্রত্যাহার, সঙ্কোচ। সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বারূপ্যাবস্থা অক্ষোভ।

অক্ষোভে ব্রহ্ম নিরুপাধি। তাঁহাতে কোন উপাধি যোজনার উপায় নাই। তিনি এরূপ, ওরূপ বলিবার যো নাই। এক মাত্র সত্তা; জ্ঞান-গম্য; অনুভব্য। যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে—

ফল পুষ্প লতা পত্র শাখা বিটপ মূলবান্।
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষ স্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্॥

যেমন ভবিষ্য প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল, স্কন্দ, শাখা, প্রশাখা, তাহার বীজ অভ্যন্তরে লীন আছে; তেমন অক্ষোভে সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়, সচ্চিদা-নন্দ ধর্ম্মত্রিতয়, এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে লীনাবস্থায় রহিয়াছে।

সংক্ষোভে একে তিন। একমাত্র সত্তা ব্রহ্ম হইতে, সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়, সচ্চিদানন্দ ধর্ম্ম ত্রিতয়, এই স্থূল বিশ্ব অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্কোচে, সৃষ্টি প্রত্যাহারে, আবার তিনে এক। এই স্থূল বিশ্ব, সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মত্রয়, সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ ত্রিতয় অব্যক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইবে।

সত্ব গুণের ধর্ম্ম সৎ, জ্ঞান; রজো গুণের ধর্ম্ম চিৎ, ক্রিয়া; তমোগুণের ধর্ম্ম আনন্দ, রস, ভক্তি। তবে এই তিনটী ত্রিমূর্ত্তি—সত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটী গুণ; সচ্চিদানন্দ তিনটী ধর্ম্ম; জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি তিনটী অভিব্যক্তি। সকলেই সংক্ষোভে একে তিন; সঙ্কোচে তিনে এক।

অভিব্যক্তি ত্রয়ের মধ্যে জ্ঞান মূলভূমিকা, আদিতত্ত্ব। সংক্ষোভে, কর্ম্ম ও ভক্তি জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। আবার সঙ্কোচে, কর্ম্ম, ভক্তি সংহৃত; জ্ঞানে লীন। জ্ঞান বিনা কর্ম্ম নাই; জ্ঞান বিনা ভক্তি নাই। কর্ম্ম ও ভক্তি, জ্ঞানের সংক্ষোভ বিলাস। জ্ঞান-স্থৈর্য্যে, কর্ম্মও ভক্তি সংহৃত,

সঙ্কুচিত, জ্ঞানে লীন। একমাত্র জ্ঞান বর্ত্তমান। অক্ষুব্ধ জ্ঞান, ব্রহ্ম। ইহা প্রত্যক্ষানুভূত।

জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির প্রতিরূপ, সত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটী গুণ। গুণ ত্রয়ের মধ্যে সত্ব মূল ভূমিকা, আদি তত্ত্ব। সংক্ষোভে, রজঃ, তমঃ, সত্ব হইতে উদ্ভূত। আবার সঙ্কোচে, রজঃ, তমঃ, সংহৃত, সত্বে লীন। এমন কোন রজঃ বা তমো-বিলাস নাই, যাহা সত্ব ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত নহে। রজঃ, তমঃ, সত্বের সংক্ষোভ বিলাস। সঙ্কোচে, রজঃ তমঃ সংহৃত, সঙ্কুচিত, সত্বে লীন। একমাত্র সত্ব বর্ত্তমান। অক্ষুব্দ সত্ব, ব্রহ্ম।

সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের প্রতিরূপ সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মত্রয়। ধর্ম্মত্রয়ের মধ্যে সদ্ধর্ম্ম মূল ভূমিকা, আদিতত্ত্ব। সংক্ষোভে, চিদানন্দ সৎ হইতে উদ্ভূত। আবার সঙ্কোচে, চিদানন্দ সংহৃত, সতে লীন। এমন কোন চিৎ বা আনন্দ বিলাস নাই, যাহা সদ্‌ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত নহে। চিদানন্দ, সতের সংক্ষোভ বিলাস। সঙ্কোচে চিদানন্দ

সংহৃত, সঙ্কুচিত, সতে লীন। একমাত্র সৎ বর্ত্তমান। অক্ষুব্ধ সৎ ব্রহ্ম।

দেখিলেন, অক্ষুব্ধ স্বরূপ ব্রহ্ম, সদ্ধর্ম্মী, সত্বময়, জ্ঞানময়। নিরুপাধি সত্তা। সংক্ষুব্ধ বিরূপ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মী, সত্বরজস্তমোময়, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি রূপে অভিব্যক্ত। সংক্ষোভের আরও প্রবল গ্রামে, সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মত্রয়ের মধ্যে চিতের প্রাবল্য; সত্বরজস্তমোগুণের মধ্যে রজোগুণের বিলাস; জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির মধ্যে কর্ম্মের বাহুল্য। চিৎ প্রাবল্যে, রজোবিলাসে প্রকৃতি ব্যক্তা; জগত প্রস্ফুট। এক বিশাল কর্ম্ম ক্ষেত্র অভিব্যক্ত। সংক্ষুব্ধ চিৎ প্রকৃতি; সংক্ষুব্ধ চিৎ মায়া। সংক্ষুব্ধ ব্রহ্ম, জগত; স্তব্ধীকৃত জগত, ব্রহ্ম। ইহা হিন্দুর মুল মন্ত্র; ইহা সত্য ও প্রতিষ্ঠা তত্ত্ব।

সংক্ষোভের আর একটা দিক আছে, যাহা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। সংক্ষুব্ধ সত্ব, সত্বরজস্তম; সংক্ষুব্ধ জ্ঞান, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি। আবার দেখুন, সংক্ষুব্ধ জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞান। যিনি জ্ঞেয়,

তিনি জ্ঞানময়, সত্বময়, আদিতত্ব। জ্ঞাতা কর্ম্মময় রজোময়। জ্ঞান, রসময়, ভক্তিময়, তমোময়। সংক্ষোভে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত; যেন, তিন স্বতন্ত্র। সাম্যে জ্ঞাতা জ্ঞান, জ্ঞেয়ে লীন; একমাত্র জ্ঞেয় অবশিষ্ট; একমাত্র সত্ব; একমাত্র ব্রহ্ম।

এইরূপ সেব্য, সেবক, সেবা; ধ্যেয়, ধ্যাতা, ধ্যান। যতক্ষণ সংক্ষোভ ততক্ষণ স্বতন্ত্র; সেব্য ও সেবক সেবায়, ধ্যেয় ও ধ্যাতা ধ্যানে, পার্থক্য। সাম্যে সেবক সেবা সেব্যে, ধ্যাতা ধ্যান ধ্যেয়ে, পর্য্যবসিত; রজস্তমঃ সত্বে লুকায়িত। একমাত্র সেব্য, একমাত্র ধ্যেয়; একমাত্র জ্ঞান; একমাত্র সত্ব; একমাত্র ব্রহ্ম; নিরুপাধি সত্তা।

আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন, আমি এস্থানে ভক্ত ও ভক্তিকে ভগবৎপ্রসূত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। ইহা লৌকিক ধারণার বিরুদ্ধ। লৌকিক হিসাবে, ভক্ত ভগবান হইতে স্বতন্ত্র; ভক্তি ভক্তের হৃদয়-জাত রস। ভগবান্, ভক্ত বা ভক্তি নহেন; ভক্ত ও

ভক্তির লক্ষ্য, ভগবান্। লৌকিক ধারণা সংক্ষোভে নিবদ্ধ; তত্ত্ব সংক্ষোভের অতীত। তত্ত্বের ধারণা ঐরূপ নহে। "একোঽহং বহু স্যাম্", এক আমি বহু হইব, ব্রহ্মের এই ভাব হইতে সৃষ্টি। তিনি রজোবিলাসে, জ্ঞাতা, ধ্যাতা, ভক্ত, সেবক; তমোবিলাসে জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, সেবা। ভগবান্ রজোবিলাসে ভক্ত, সেবক; তমোবিলাসে ভক্তি, সেবা। ভক্ত ও ভক্তি ভগবানের অভিব্যক্তি।

বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে পড়িয়াছেন, রাধা কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উদ্ভূত। এইবার তত্ত্বটী বুঝিয়া লউন।

সংক্ষোভে সংসার; সংক্ষোভে চক্র। সংসার এক বিরাট চক্র; নিয়ত ঘূর্ণায়মান, নিয়ত চঞ্চল। সংসারে যাহা আপাতস্থির, তাহাও অস্থির, তাহাও চঞ্চল। কাঠ শিলা স্থির নহে। আমাদের দেহ অস্থিরতার এক বিশাল ক্ষেত্র। ফিজিওলজি শাস্ত্রে বলে, কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের শরীরে যে সকল উপাদান ছিল, অদ্য তাহার একটীও নাই; অদ্য

শরীরে যাহা আছে, কিছুকাল পরে তাহার একটীও থাকিবে না।

সংক্ষেপে সংসার সত্য সত্যই চক্র। সমুদ্র হইতে জল বাষ্পাকারে উঠিল; মেঘ হইয়া আকাশ পথে পর্ব্বতের দিকে গেল; পর্ব্বতে বর্ষণ হইয়া, ভূপথে নদীরূপে পুনরায় সাগরে উপনীত হইল। এই চক্রাবর্ত্তনের বিরাম নাই; জগতে চক্রসংখ্যার শেষ নাই।

সংসার চক্রবৎ চঞ্চল হইলেও, উহার একটী স্থল আছে, যাহা স্থির। উহা সংসার চক্রের নাভিদেশ। চক্রের যে স্থান নাভিদেশ হইতে যত দূরবর্ত্তী, ঐ স্থান তত অধিকতর ভ্রাম্যমাণ; যে স্থান যত অল্প দূরবর্ত্তী, ঐ স্থান তত অল্প গতিশীল; নাভি-দেশ সর্ব্বতোভাবে গতিরহিত। সংসারের নাভিদেশ ব্রহ্ম, স্থির; যাহা ঐ দেশ হইতে যত দূরবর্ত্তী তাহা তত অস্থির, চঞ্চল, গতিশীল। যাহা ঐ দেশ হইতে যত অল্প দূরবর্ত্তী, তাহা তত অল্প অস্থির, অল্প চঞ্চল, অল্প গতিশীল। স্থির নাভি ব্রহ্ম; নাভির বহির্দ্দেশ

জগত। জগতে যাহা যত অধিক চঞ্চল, তাহা স্থির ব্রহ্ম হইতে তত অধিক দূরবর্ত্তী ; যাহা যত অল্প চঞ্চল, তাহা স্থির ব্রহ্মের তত অধিক নিকটবর্ত্তী। স্থৈর্য্যে ব্রহ্ম ; চাঞ্চল্যে জগত।

একটী লৌকিক কথা, "কৃষ্ণ নামে শমন ভয় থাকে না ; কালীনামে যমের ভয় নাই।" সাধারণতঃ ইহার এই অর্থ যে, কৃষ্ণনাম কালীনাম লইলে, অকাল মৃত্যু হয় না ; যথা কালে মৃত্যু হইলেও, যমের অধিকার নাই। ইহার তাত্ত্বিক অর্থ অন্যরূপ। শমন, যম, কাল। কৃষ্ণনাম, কালীনাম, ব্রহ্মদ্যোতক। কাল সংক্ষুব্ধ, ব্রহ্মে অক্ষোভ। সংক্ষোভ, অক্ষোভ, পরস্পর বিরুদ্ধ। অক্ষোভে প্রতিষ্ঠিত হউন, সংক্ষোভ আপনার নিকট পঁহুছিবে না। যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে কাল নাই। কৃষ্ণনাম, কালীনামে শমনভয় নাই।

সংক্ষুব্ধ ব্রহ্ম জগত ; স্তব্ধীভূত জগত ব্রহ্ম। তবে জগত স্তম্ভন, ব্রহ্ম সাধনা। ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কথা। জগত স্তম্ভন, ব্রহ্ম সাধনা ; একমাত্র

ব্রহ্ম সাধনা। সমাজে প্রচলিত যাহা কিছু সাধনা, তাহা এই মূল সাধনার অঙ্গীভূত। যোগ, ধ্যান, জপ, স্তব, স্মরণ, কীর্ত্তন, সাকার উপাসনা, নিরাকার চিন্তা, যাহাই বলুন, লক্ষ্য জগত মন্থন, ব্রহ্ম উদ্ধার; জগত লোপ, ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা।

প্রণালী পরিষ্কার। যে ভাবে ব্রহ্ম জগতরূপে প্রতীয়মান, তাহার বিপরীত ক্রম, বিলোম। স্থূলকে সূক্ষ্ম করা। স্থূল ক্ষিতি সূক্ষ্ম জলে, সূক্ষ্ম জল সূক্ষ্মতর তেজে, সূক্ষ্ম তেজ তাহা হইতে সূক্ষ্মতর বায়ুতে, সূক্ষ্ম বায়ু তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর ব্যোমে, সূক্ষ্ম ব্যোম তাহা হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে, ক্রমে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মে পরিণত করিলে, ব্রহ্ম প্রকাশ।

প্রণালীটী পরিষ্কার; কিন্তু কর্ম্মটীত এক বিরাট রাসায়নিক ব্যাপার। এই বিশাল জগতটাকে গলাইয়া পোড়াইয়া উহার মূলতত্ত্বটীতে পঁহুছিব! ব্যাপার বিরাট হইলেও, হিন্দু ইহাকে সূক্ষ্ম করিয়া লইয়াছে। হিন্দুর চক্ষে স্থূল, সূক্ষ্মের অভিব্যক্তি। তাহার হিসাবে এই বিরাট রাসা-

য়নিক ব্যাপার, সূক্ষ্ম এক আধ্যাত্মিক ব্যাপার মাত্র। বিরাট জগত স্তম্ভন বলিতে, সূক্ষ্ম মন স্তম্ভন।

মন স্তম্ভনে জগত স্তম্ভন! তবে কি মন, জগত? উত্তর, মনই জগত; জগতই মন। যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে—

মনোমাত্রং জগৎকৃৎস্নং মনঃ পর্য্যন্তমণ্ডলম্।

নিখিল জগত মন। কথাটা একবার বুঝিয়া লওয়া যাউক।

মন একাদশ ইন্দ্রিয়; যাবতীয় জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মূল। মনসহকারে ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়াশীল; মনরাহিত্যে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয়। ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক জগত গ্রহণ; মনকর্ত্তৃক জগত প্রকাশ। মন বিনা জগত অপ্রকাশ। আবার জগত আছে বলিয়া, মন প্রকাশ; জগত বিনা মন অপ্রকাশ। মনের একটী ক্রিয়া নাই, যাহার অবলম্বন জগত নহে; জগতের একটী ক্রিয়া নাই, যাহার প্রতিরূপ মনে না

ফুটে। মনের সৃষ্টি জগত; জগতের সৃষ্টি মন। যোগবাশিষ্ঠে দেখুন—

মনোমননির্ম্মাণমাত্রমেতজ্জগত্রয়ম্।

জগত মনের মনন নির্ম্মিত। যতক্ষণ মন, ততক্ষণ জগত; যতক্ষণ জগত, ততক্ষণ মন। যখন মন নাই, তখন জগত নাই; যখন জগত নাই, তখন মন নাই। একটী বৈদ্যুতিক তন্ত্রীর বিভিন্ন প্রান্ত; যে স্পন্দন একপ্রান্তে, সেই স্পন্দন অপর প্রান্তে। স্পন্দন, প্রতিস্পন্দন; প্রতিস্পন্দন, আবার স্পন্দন।

মন ও জগত, একই জিনিশ; একই মূল; একই পরিণতি। কেবল বিবর্ত্তক্রমের পার্থক্য। সূক্ষ্মক্রমে মন; স্থূলক্রমে জগত। উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন; যেন দৃশ্য ও কেমেরা। দৃশ্যের সূক্ষ্ম প্রতিবিম্ব কেমেরায় প্রতিফলিত; কেমেরার স্থূল প্রতিরূপ দৃশ্যে অভিব্যক্ত। জগতের দিকে তাকাইয়া দেখি, জগত বিশাল স্থূল; মনের দিকে তাকাইয়া দেখি, জগত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মন।

জগত ব্রহ্মসঙ্কল্প ; জাগতিক বিধান, সঙ্কল্পের শৃঙ্খলা। জগতের আদিতে অক্ষুব্ধ নিরুপাধি ব্রহ্ম, সংক্ষোভ সূচনায় সচ্চিদানন্দ রূপ ; মনের আদিতে অক্ষুব্ধ নিরঞ্জন আত্মা, সংক্ষোভ সূচনায় সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মী পুরুষ। সংক্ষোভের প্রাবল্যে, সদানন্দকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক চিতের ক্রিয়া বহুলতা ; ব্রহ্ম ক্ষুব্ধতর ; ব্রহ্মের বৈরূপ্য সঞ্জাত ; জগত প্রকাশ। আবার সংক্ষোভ প্রাবল্যে, সদানন্দকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, চিতের উদ্বেল ভাব ; আত্মা ক্ষুব্ধতর ; আত্মার বৈরূপ্য সঞ্জাত, মন প্রকাশ।

সংক্ষুব্ধ বিরূপীভূত ব্রহ্ম, জগত ; সংক্ষুব্ধ বিরূপীভূত আত্মা, মন। ব্রহ্মস্বরূপে যাহা প্রকৃতি, মায়া ; আত্মস্বরূপে তাহা মন। বৈরূপ্যে, ব্রহ্ম জগত, আত্মা মন ; স্বারূপ্যে, ব্রহ্ম ব্রহ্ম, আত্মা আত্মা। জগত স্তম্ভনে, চিতের সমতা ; প্রকৃতির অন্তর্দ্ধান ; ব্রহ্মের স্বারূপ্য ; ব্রহ্ম প্রকাশ। মন স্তম্ভনে, চিত্তের উপশান্তি ; মনের বিলয় ; আত্মার স্বারূপ্য ; আত্মা প্রকাশ। মন, জগত ; মন

স্তম্ভন, জগত স্তম্ভন; আত্মসিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি; আত্মা, ব্রহ্ম; ব্রহ্ম, আত্মা। আত্মতত্ত্বের, ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুটীকরণ, স্থিরীকরণ, অখণ্ড সিদ্ধি।

আত্মা ব্রহ্ম; ব্রহ্ম আত্মা; দ্বৈতহীন পরতত্ত্ব। এ ত হ'ল ঘোর অদ্বৈতবাদ। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা "অদ্বৈত" নামে শীহরিয়া উঠেন। উপনিষদের—

সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম।

এই দৃশ্যমান জগত সমস্তই ব্রহ্ম; ভাগবতের—

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনদং য ইদং স্বয়ং।

এই জগত যাহাতে, যাহা হইতে, যাহাদ্বারা বিরাজমান, এবং যিনি স্বয়ং এই জগত; গীতার—

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ি।

যাহাদ্বারা অশেষ ভূতগ্রাম আপনাতে নিরীক্ষণ করিবে, অনন্তর আমাতে দেখিবে; চণ্ডীর—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।

তিনি নিত্যা, জগন্মূর্ত্তি, তাঁহাদ্বারা সমস্ত জগত পরিব্যাপ্ত; আবার—

চিতি স্বরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।

যিনি চৈতন্য স্বরূপে সমস্ত জগতকে ব্যাপিয়া অবস্থিতা আছেন; ইত্যাদি কথা সকলই অদ্বৈত সূচক। ইহাতে তাহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যাই "অদ্বৈত", "তত্ত্বমসি", "সোঽহং" এই সকল কথার প্রসঙ্গ হয়, অমনি আপত্তি।

আশঙ্কা, যদি আমি ব্রহ্ম হইলাম, তবে ত সাধ্য, সাধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকল লোপ হইল; ভক্তির প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল; ধর্ম্মজগতের কেন্দ্র কক্ষচ্যুত হইল; দেবতার আসনে আমি বসিলাম; আর্ত্তের নাদ, অর্থীর প্রার্থনা শুনিবার কেহ রহিল না; সমাজ স্থিতির ভিত্তি টলমল হইল।

আশঙ্কার মূলে কিছুই নাই; এই জন্য তত্ত্বা-লোচনায় সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই। তত্ত্বের হিসাবে আমি ব্রহ্ম হইলেও, যে ভূমিকায় বর্ত্তমানে আরূঢ়, সেই ভূমিকায় ত ব্রহ্ম নহি। সে ত সংক্ষোভের ক্রীড়াস্থল; প্রকৃতির রাজ্য; মায়ার ক্ষেত্র; দ্বৈতের বিলাস। সেখানে ত আমি, মানুষ,

জীব, মন। যতক্ষণ এ ভূমিকায় স্থিতি, ততক্ষণ ভক্তির স্রোত অব্যাহত। সাধ্য, সাধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলি বর্ত্তমান। অদ্বৈতের অনলদাহে কিছুই বিশুষ্ক হয় নাই। যখন বিশুষ্ক হইবে, তখন এ সকলের প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে; আমি আত্মসিদ্ধ, ব্রহ্ম-সিদ্ধ হইয়াছি।

সাধনার নিম্নমার্গে দ্বৈতজ্ঞান অপরিহার্য্য। সকলেই "সেব্য সেবক" ভাবে সাধনায় অগ্রসর। ঘোর বৈদান্তিকও এই সোপানে দ্বৈত পরিহার করিতে পারেন না। তিনি "সেবা ভক্তি" ছাড়িয়া দিলেও, "জ্ঞেয় জ্ঞাতা" বিভেদে অবস্থিত আছেন। যতই সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ, ততই সংক্ষোভের লোপ, অক্ষোভের প্রতিষ্ঠা; ত্রিত্বের সঙ্কোচ, একত্বের প্রকাশ; দ্বৈত লোপ, অদ্বৈতের আবির্ভাব; চরমে অদ্বৈত সিদ্ধ। সেব্য, সেবক, সেবা; জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান; ত্রিত্ব একত্বে পরিণত।

অদ্বৈত বিরোধী দিগের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় অগ্রগণ্য। নির্ব্বাণ মুক্তি তাহাদের অপ্রার্থনীয়;

নির্ব্বাণে যে একীকরণ। তাহারা চাহেন সেবা মুক্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গোলোকের যে সেবা-মুক্তির বর্ণনা আছে, তাহাতে ভগবান্ সত্ত্বময়; পার্ষদ সেবকবৃন্দ সত্ত্বময়; সেবা সত্ত্বময়ী। ইহা আপাত দ্বৈত প্রকাশ হইলেও, তত্ত্বতঃ অদ্বৈত স্বীকার। রজস্তমোলোপে. সেবক সেবা সেব্যে পরিণত; সত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত। কেবল, মনের সম্যক্ বিলোপ অভাবে, দ্বৈত বিলাস পরিরক্ষিত। একথা পরে আরও স্ফুট হইবে।

এই প্রসঙ্গে একবার ভাগবতের বিখ্যাত শ্লোক তিনটী প্রণিধান করুন।

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥
পশ্যন্তি তে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি॥

জীব, মন। যতক্ষণ এ ভূমিকায় স্থিতি, ততক্ষণ ভক্তির স্রোত অব্যাহত। সাধ্য, সাধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলি বর্ত্তমান। অদ্বৈতের অনলদাহে কিছুই বিশুষ্ক হয় নাই। যখন বিশুষ্ক হইবে, তখন এ সকলের প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে; আমি আত্মসিদ্ধ, ব্রহ্ম-সিদ্ধ হইয়াছি।

সাধনার নিম্নমার্গে দ্বৈতজ্ঞান অপরিহার্য্য। সকলেই "সেব্য সেবক" ভাবে সাধনায় অগ্রসর। ঘোর বৈদান্তিকও এই সোপানে দ্বৈত পরিহার করিতে পারেন না। তিনি "সেবা ভক্তি" ছাড়িয়া দিলেও, "জ্ঞেয় জ্ঞাতা" বিভেদে অবস্থিত আছেন। যতই সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ, ততই সংক্ষোভের লোপ, অক্ষোভের প্রতিষ্ঠা; ত্রিত্বের সঙ্কোচ, একত্বের প্রকাশ; দ্বৈত লোপ, অদ্বৈতের আবির্ভাব; চরমে অদ্বৈত সিদ্ধ। সেব্য, সেবক, সেবা; জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান; ত্রিত্ব একত্বে পরিণত।

অদ্বৈত বিরোধী দিগের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় অগ্রগণ্য। নির্ব্বাণ মুক্তি তাহাদের অপ্রার্থনীয়;

নির্ব্বাণে যে একীকরণ। তাহারা চাহেন সেবা মুক্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গোলোকের যে সেবা-মুক্তির বর্ণনা আছে, তাহাতে ভগবান্ সত্ত্বময়; পার্ষদ সেবকবৃন্দ সত্ত্বময়; সেবা সত্ত্বময়ী। ইহা আপাত দ্বৈত প্রকাশ হইলেও, তত্ত্বতঃ অদ্বৈত স্বীকার। রজস্তমোলোপে. সেবক সেবা সেব্যে পরিণত; সত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত। কেবল, মনের সম্যক্ বিলোপ অভাবে, দ্বৈত বিলাস পরিরক্ষিত। একথা পরে আরও স্ফুট হইবে।

এই প্রসঙ্গে একবার ভাগবতের বিখ্যাত শ্লোক তিনটী প্রণিধান করুন।

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেহন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥
পশ্যন্তি তে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি॥

> তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈ রুদার
> বিলাসহাসেক্ষিত বাম সূক্তৈঃ।
> হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি
> রণিচ্ছতো গতি মণ্বীং প্রযুংক্তে॥

কেহ আমার সেবা মাধুর্য্য আস্বাদে অভিরত, কেহ আমার ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তনে অনুরক্ত, কেহ বা আমার রুচির রূপ নিরীক্ষণে আসক্ত, এবং তৎসহ সংলাপে প্রসক্ত হইয়া, রসভঙ্গ আশঙ্কায়, আমার সহিত একাত্মতা অভিলাষ করে না; তাহারা আমার রূপও বাক্যে হৃতজ্ঞান, হৃতপ্রাণ; তাহারা মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও, তাহাদের ভক্তিই তাহাদিগকে নির্ব্বাণ প্রদান করিয়া থাকে।

ভাগবতের আখ্যায়িকাভাগেও অদ্বৈত স্বীকারের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাঁহার কাঁধে চড়িয়া ক্রীড়া করিতেন। ভাগবতে আছে—

> রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ।
> ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ॥
> উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
> বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্॥

বলরাম পক্ষীয় বালকগণ ক্রীড়ায় জয়ী হইলে, কৃষ্ণপক্ষীয় বালকগণ তাহাদিগকে বহন করিলেন। ভগবান কৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব বলরামকে বহন করিলেন। একাত্ম জ্ঞান না থাকিলে কি শ্রীদাম কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে পারেন ?

রাসলীলায় গোপীগণের অহঙ্কার উদয়ে, কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলেন। গোপীগণ বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের গোপীজ্ঞান লোপ হইল ; তাহারা তন্ময় হইয়া, কৃষ্ণ চেষ্টিত অনুকরণ করিতে লাগিল। ভাগবতে লিখিত আছে—

গতিস্মিত প্রেক্ষণ ভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলা স্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥

গোপীগণ গমন, হাস্য, দৃষ্টি, বাক্য প্রভৃতিদ্বারা কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া, কৃষ্ণময় হইয়া, "আমি

কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ” এইরূপ বলিতে লাগিল। ইহা ত ঠিক্ অদ্বৈতবাদের “সোঽহং”।

রামপ্রসাদ তাহার মালসীগানে গাহিয়াছেন, “এবার কালী তোমায় খাব”। ইহাও ত অদ্বৈত-প্রয়াস।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি আছে, তাহার একটীর আলোচনা করিয়াছি। আর একটী আপত্তির আলোচনা করিব।

কবিবর হেমচন্দ্র তাহার দশমহাবিদ্যায় গাহিয়াছেন—

অশিব সৃজন কার, নিরমল বিধাতার
মানস হ'তে কিহে মলিনতা রচনা ?

মঙ্গলময় বিধাতার সৃষ্টিতে অমঙ্গল কাহার কৃতি ? কেন শোক, রোগ, দারিদ্র, দুঃখ ? কেন ত্রিতাপ-দাহ ? সমস্যাটী নূতন নহে; বহু পুরাতন। পাশ্চাত্য দর্শনে ইহার ভূরি আলোচনা দৃষ্ট হয়। সিদ্ধান্ত দুইটী। বৃথা প্রয়াস ; একটীও মনঃপূত নহে।

পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে কেহ বলেন, বিধাতার জগত মঙ্গলময়; অমঙ্গল জীবের কৃতি। ভাল, জীব কেন এমন স্বাধীনতা পাইল? বিধাতার শুভ্রবস্ত্রে অঞ্জনকলঙ্কদানের অধিকার, কেন তাহার রহিল? কেনইবা আনন্দ সাগরকে তাপদাহের মরুস্থলীতে পরিণত করিবার ক্ষমতা, জীবের থাকিল? উত্তর, জীবের পরীক্ষা। প্রতিপ্রশ্ন, জীবের জন্য এই অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা কেন? কেন জীব পুড়িয়া ছাড় খাড়? এমন কোন উত্তর নাই, যাহাতে প্রতিপ্রশ্নের স্রোত রুদ্ধ।

আবার অপর এক সম্প্রদায় বলেন, অমঙ্গল জীবের কৃত নহে। জীব ত সম্পূর্ণরূপে পরতন্ত্র; বেষ্টনীর সৃষ্টি; অবস্থার দাস। অবস্থাপ্রেরিত হইয়া অবশের ন্যায় কর্ম্ম করিয়া থাকে। জীবের আবার কৃতি, অকৃতি কি? সকলই বিধাতার কৃতি। তবে কি অমঙ্গল বিধাতার সৃষ্টি? সঙ্কুচিত উত্তর; যাহা অমঙ্গল, তাহা প্রচ্ছন্নরূপী মঙ্গল; সৃষ্টিতে অমঙ্গল কিছুই নাই। একজনার ছেলে

মরিল; সান্ত্বনা, ছেলে বাঁচিলে দস্যু হইত; মরিয়া গেল, ভালই হইল। জিজ্ঞাস্য, দস্যুতে স্নেহবন্ধন কেন হইল? তাপদহন কেন রহিল? আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া, অমঙ্গলে মঙ্গল চিনিয়া লইতে কেন অপারক? উত্তর, অজ্ঞান। প্রতি-প্রশ্ন, কেন জ্ঞানাভাব? অনন্ত প্রশ্ন, অনন্ত উত্তর। বিরতি দূরপরাহত।

এই সমস্যাটী হিন্দুর শাস্ত্রে পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় স্ফুটরূপে বিচারিত হইয়াছে কি না, তাহা আমি অবগত নহি। হিন্দুর যাহা মূলসূত্র তাহাতে না হইবার কথা। হিন্দু বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা, মায়া প্রপঞ্চ। মায়া লহরীর আবার কর্ত্তৃত্ব বিচার কি? উহা ত মায়া সাগরের লহরী; সবই প্রহেলিকা। জগতে একমাত্র ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব। তত্ত্বের হিসাবে এই ধারণা ঠিক্ বটে। লৌকিক হিসাবে অন্যরূপ।

আপনারা শুনিয়াছেন, তত্ত্বের জগত সংক্ষোভের অতীত; লৌকিক সংক্ষোভে নিবদ্ধ। আরও

শুনিয়াছেন, সংক্ষোভ মায়া। মায়া কি? মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা। ব্রহ্মের যাহা মায়া, জীবের তাহা অজ্ঞান, অবিদ্যা। অজ্ঞান অবিদ্যা কি? অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান; অসদ্বস্তুতে সদ্বস্তুর উপলব্ধি। "আমি" করি, "আমি" খাই, "আমার" সুখ, "আমার" দুঃখ। কে করে, কে খায়, কাহার সুখ, কাহার দুঃখ? উত্তর, "আমি," "আমার"। করে দেহ, খায় দেহ, সুখ দেহের, দুঃখ দেহের। তথাপি এই জ্ঞান, "আমি" করি, "আমি" খাই, "আমার" সুখ, "আমার" দুঃখ। একবার নয়, দুইবার নয়, শতবার এই উক্তি। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এই ভ্রম। দেহে আত্মবুদ্ধি। দেহ অসৎ, মিথ্যা, মনের কল্পনা; "আমি" সৎ, ব্রহ্ম। তথাপি, দেহে আত্মবুদ্ধি। লৌকিক জগতে এই ভ্রমের ব্যত্যয় নাই; এই ভ্রমের ব্যভিচার নাই। এই ভ্রমই নিয়ম। এই ভ্রান্তি, মায়া; ইহাই অজ্ঞান; ইহাই অবিদ্যা। দেহে আত্মবুদ্ধি, মায়া; দেহাত্মক বুদ্ধি, অজ্ঞান; দেহাত্মক বুদ্ধি, অবিদ্যা।

লৌকিক জগত অবিদ্যার রাজ্য। এই অবিদ্যা হইতে জীবের কর্ত্তৃত্ববোধ উপলব্ধ; দেহধর্ম্মে আত্মবুদ্ধি; সুখ দুঃখ, জ্ঞান। অজ্ঞানে, দেহসুখে সুখী; দেহ-দুঃখে দুঃখী। জ্ঞানে, সুখ দুঃখের অতীত; পূর্ণ অক্ষোভ; পূর্ণ আনন্দ।

তবে প্রশ্ন, কেন এই মায়া? কেন এই অজ্ঞান? কেন এই অবিদ্যা? কেন জীব জ্ঞানাজ্ঞানের মিশ্রণ? কেন আনন্দের সহ নিরানন্দের মেলন? কেন এই লীলা? একমাত্র উত্তর, ব্রহ্ম লীলাময়; লীলা তাহার ধর্ম্ম। যেমন তারল্য বিনা সলিল নাই; তেমন লীলা বিনা ব্রহ্ম নাই। এখানেই মানুষের জ্ঞানের সীমা; ইহার অতিক্রম অসম্ভব।

এই হইল সেই সমস্যা; ইহা হইল তাহার মীমাংসা। অদ্বৈত বিরোধীগণ বলেন, দ্বৈত পথে এই সমস্যার সরল সিদ্ধান্ত; অদ্বৈতপথে ইহার সিদ্ধান্তাভাব। এ কথার মূলে কোন সত্য নাই। দ্বৈতপথে ইহার কি সিদ্ধান্ত, তাহা পাশ্চাত্য মত

আলোচনায় দেখান হইল। পাশ্চাত্য দার্শনিক সকলেই দ্বৈতবাদী; তাহাদের মীমাংসা সকলই দ্বৈতপথে। ইহা যদি মীমাংসা হয় তবে অমীমাংসা কি, তাহা অবগত নহি। দ্বৈতবাদীদিগের একটী সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত নয়। তাহারা অনুসন্ধান পথে কতকদূর অগ্রসর হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। কেবল অদ্বৈতবাদী হিন্দু এই অনুসন্ধানের চরম প্রান্তে উপনীত হইয়াছে। যাহার পর প্রশ্নোদয় হইতে পারে না, সেই পরপারে পঁহুছিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানে অদ্বৈতবাদ অসমর্থ, দ্বৈতবাদের সামর্থ্য, এইরূপ ধারণা অলীক।

অদ্বৈতবাদ বা আত্ম প্রতিষ্ঠা হিন্দুর মূল সূত্র; হিন্দুর পরম গৌরব। যুক্তি ও শাস্ত্র সকলই ইহার অনুকূল। আপত্তি অলীক আশঙ্কা মূলক।

এস্থলে প্রাসঙ্গিক রূপে একটী বিষয় বলা আবশ্যক হইল। দেখিয়াছেন, তত্ত্বের হিসাবে জগতে একমাত্র ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব; মানুষের কর্ত্তৃত্ব

নাই। তবে চতুর্দ্দিক্ হইতে এই যে কর্ম্মে আবাহন, গীতার "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং" উপদেশ, নীতি শাস্ত্রের "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্মশক্ত্যা" এই অনুশাসন, এ সকল কি শূন্যগর্ভ কথা? যাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহাকে কর্ম্মে প্রেরণ? পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন? তাহা নয়। তত্ত্বের হিসাবে মানুষ অকর্ত্তা হইলেও, লৌকিক জগতে মানুষ পূর্ণ কর্ত্তা। "আমি করি" এবং "একমাত্র আমার কর্ত্তৃত্ব" এই জ্ঞান। যতক্ষণ লৌকিক জগতে স্থিতি, ততক্ষণ "আমি" কর্ত্তা, "আমার" কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য সাধনে শ্লাঘা, অকরণে গ্লানি; কর্ত্তব্য করিলে সুখ, অন্যথা দুঃখ। কর্ত্তব্য অবশ্য করণীয়; কদাপি বর্জ্জনীয় নহে। যাহারা লৌকিক জগতে থাকিয়াও, স্বীয় অপৌরুষ বা আলস্য ক্ষালন উদ্দেশ্যে, তৎক্ষণের নিমিত্ত তত্ত্বের ভূমিকায় আরোহণ করেন, এবং দৈবের উপর স্বীয় অকর্ম্মণ্যতার ভার চাপাইয়া দেন, তাহাদের বিড়ম্বনা অকথ্য।

বলিয়াছি, মনস্তম্ভন, জগতস্তম্ভন; মনস্তম্ভন,

ব্রহ্ম সাধনা ; মনস্তম্ভন, আত্ম-প্রতিষ্ঠা। মনস্তম্ভন একমাত্র সাধনা।

পন্থা পরিষ্কার ; পার্ব্বতীয় ক্রমোন্নত পথের ন্যায় কষ্ট-গম্য হইলেও, শাস্ত্র ও যুক্তির আলোকে সুপ্রকাশ।

শাস্ত্রে বলে, মনের প্রকৃতি অংশতঃ জড়, অংশতঃ অজড়। জড়াংশে মন, প্রাণ ; অজড়াংশে চৈতন্য-স্বরূপ, চিৎ। যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে—

স্পন্দঃ প্রাণমরুচ্ছক্তি শ্চলদ্রূপেব সা জড়া।
চিচ্ছক্তিঃ স্বাত্মনঃ স্বচ্ছা সর্ব্বদা সর্ব্বগৈব সা॥
চিচ্ছক্তেঃ স্পন্দশক্তেশ্চ সম্বন্ধঃ কল্প্যতে মনঃ॥

চিচ্ছক্তি ও স্পন্দশক্তির সমাবেশে, মন। চিচ্ছক্তি আত্মার ; উহা স্বচ্ছা এবং সর্ব্বগামিনী। স্পন্দশক্তি প্রাণের ; উহা জড় রূপিণী।

দ্বিবিধ প্রকৃতিভেদে, মনস্তম্ভনের পন্থা দ্বিবিধ। এক, জড় অংশের লোপ ; অপর চিতের সাম্য-বিধান। প্রাণ ও চিতের সমবেত ফল, মন।

একটীর লোপে সমষ্টির নাশ। প্রাণ লোপে মন নাশ; চিৎসাম্যে মন নিরাস।

"মননাশ" বলিলাম; কিন্তু উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সকলেই দৃষ্টিপথবর্ত্তী রাখিবেন। "মননাশ" বলিতে চিত্তের অযথা প্রাবল্যের উপশান্তি। সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মত্রয়ের মধ্যে চিৎ অযথা প্রবল হইয়া কেবল হু, হু, চলিতেছে; আর ধপ্, ধপ্ জগত ফুটাইতেছে; যেন রেলের গতি, এক দৃশ্যের পর অন্যের আবির্ভাব; দৃশ্যের অনন্ত স্রোত। এই স্রোতের সংহরণ; এই বিকৃতির স্বারূপ্য-সাধন; এই অযথা প্রাবল্যের সমীকরণ; চিৎ কে সদানন্দ ধর্ম্মদ্বয়ের সহিত এক সীমারেখার মধ্যে আনয়ন; ইহাই "মননাশ"; ইহাই "মনসংহার"।

মন লোপে আত্মার প্রতিষ্ঠা; জগত লোপে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। সূর্য্যের উদয়ে আলোকের বিকাশ; একের উদয়ে অপরের স্বতঃ আবির্ভাব।

আপনারা শব-সাধনার কথা শুনিয়াছেন। এই বেলা তত্ত্বটী বুঝিয়া লউন। মননাশ, শবসাধনা।

শিবের শ্মশানে বাস ; তাঁহার গলায় হাড়ের মালা। যেখানে মন পুড়িয়া শ্মশান, সেখানে শিবের অধিষ্ঠান। বিল্বমঙ্গল দুর্ব্বৃত্ত। একদিন শবাশ্রয়ে নদী পার হইল ; জগত ঘুচিল ; কৃষ্ণপ্রেম ফুটিল ; সিদ্ধ পুরুষ হইয়া নিত্য ধামে গেল।

মননাশের প্রথম পন্থা, প্রাণ লোপ। ইহা যোগমার্গ। প্রাণ লোপ বলিতে প্রাণ নিরোধ। পাতঞ্জল তাহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

চিত্তবৃত্তির নিরোধ, যোগ। বৃত্তি নিরোধে চিত্তের উপশান্তি। চিত্তবৃত্তি প্রাণাপান বায়ুর গতিমূলক। বায়ুর গতিতে শ্বাসযন্ত্রের গতি ; শ্বাসযন্ত্রের গতিমূলে হৃৎসকাশে বায়ুর আগমন ; বায়ুর আগমনে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ; হৃদের ক্রিয়ায় মস্তিষ্কে রক্ত উৎসারণ ; মস্তিষ্কে রক্ত গতায়াতে মস্তিষ্কের ক্রিয়া ; মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় তদনুবর্ত্তী চিত্তবৃত্তি। তবে মূলে প্রাণাপান বায়ুর গতি। বায়ুর গতি

নিরোধে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ। বায়ুর গতি নিরোধ, প্রাণায়াম, যোগ' যোগে চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

যোগ দ্বিবিধ; হঠযোগ, রাজযোগ। হঠযোগে দেহপুষ্টি; যেন আখড়ার কছ্‌রত। দেহের শক্তি ও কান্তি বিকাশ। মন নিরোধে ইহার আনুকূল্য অতি অল্প। যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে—

> সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠান্নিয়ময়ন্তি যে।
> চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ॥
> বিমূঢ়াঃ কর্ত্তুমুদ্যুক্তা যে হঠাচ্চেতসোজয়ম্।
> তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্রমুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ॥

প্রদীপেতর বস্তুর সাহায্যে অন্ধকার নিরাস যেমন অসম্ভব, হঠযোগে চিত্তনিরোধ তদ্রূপ অসম্ভব। যাহারা উহাতে প্রয়াস করে, তাহারা মৃণাল-তন্তুতে মত্ত মাতঙ্গকে নিরোধ করিবার বাসনা করিয়া থাকে।

রাজযোগে মননিরোধ হইয়া চিৎসাম্য; আত্মার বিকৃতি লোপ; ব্রহ্মীভাব; চরম সিদ্ধি।

আমি যোগাভ্যাসী নহি। যোগ সম্বন্ধে অধিক আলোচনায় অপারক। শ্রোতৃবর্গের বিবেচনার নিমিত্ত দুইটী কথা উল্লেখ করিব।

প্রথম, সমাজে যোগের বড় প্রতিপত্তি; এত প্রতিপত্তি যে, যোগপন্থাই মননাশের একমাত্র পন্থা, একমাত্র সিদ্ধিপথ, বলিয়া বিবেচিত। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। মননাশে, প্রাণলোপ যেমন কার্য্যকর, চিত্তের সমতা সাধন তেমন কার্য্যকর। কোনও পন্থা অপর পন্থা হইতে অধিকতর কার্য্যকর নহে। যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে—

একো যোগস্তথা জ্ঞানং সংসারোত্তরণক্রমে।
সমাবুপায়ৌ দ্বাবেব প্রোক্তাবেকফলপ্রদৌ॥

সংসারোত্তরণ বিষয়ে যোগ ও জ্ঞান উভয়ই সমান এবং একরূপ ফলপ্রদ। বুঝিবেন, যাহা জ্ঞান সম্বন্ধে সত্য, তাহা কর্ম্ম, ভক্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কর্ম্ম ভক্তি, জ্ঞানের অভিব্যক্তি।

দ্বিতীয়, যোগের যে অঙ্গে আরোহণ করিলে, প্রাণ নাশ হইয়া, মননিরাস হইতে পারে, সেই

অঙ্গে আরোহণ বা তৎপথে অগ্রসর হওয়া, সামাজিক মানবের পক্ষে অসম্ভব। উহাতে যোগ-কেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন করা প্রয়োজন। এজন্য যোগের সহিত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ ভাগবত শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

> বিসৃজ্য তত্র তৎসর্ব্বং দুকূলবলয়াদিকং।
> নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সঞ্ছিন্নাশেষবন্ধনঃ॥
> বাচং জুহাব মনসি তৎ প্রাণ ইতরে চ তম্।
> মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ॥
> ত্রিত্বে হুত্বা চ পঞ্চত্বং তচ্চৈকত্বেঽজুহোন্মুনিঃ।
> সর্ব্বমাত্মন্যজুহবীৎ ব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে॥

এস্থলে যুধিষ্ঠির যে বাক্যকে মনে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে অপানে, অপানকে মৃতুতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতে, পঞ্চভূতকে সত্বাদি গুণত্রয়ে, গুণত্রয়কে অব্যক্তা প্রকৃতিতে হোম করিলেন. এ সকল হ'ল তাহার যোগ সাধন; আবার তিনি যে মমত্ববিহীন, নিরহঙ্কার, ছিন্নবন্ধন হইয়া আত্মার স্বারূপ্য সাধন,

আত্মা ব্রহ্মের একীকরণ করিলেন, এ গুলি তাহার জ্ঞানসাধন। ভাবিয়া দেখুন, বর্ণিত যোগসাধন গুলি কত উচ্চ অঙ্গের। আবার উহার অভ্যন্তরে জ্ঞানের স্রোত বিরাজমান। যোগ ও জ্ঞানের মিশ্রিত পন্থার বর্ণনায়, যোগ সহ জ্ঞানের সহায়তাগ্রহণ উপদিষ্ট। জানিবেন, যাহা জ্ঞান সম্বন্ধে উপদিষ্ট, তাহা কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধেও উদ্দিষ্ট। কর্ম্ম ও ভক্তি জ্ঞানের অভিব্যক্তি।

মননাশের দ্বিতীয়পন্থা চিৎ সাম্য। সদানন্দকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, চিতের অযথা প্রাবল্যে বিকৃত আত্মা চিত্ত; ঐ বিরূপীভূত আত্মাই মন। ধর্ম্ম-ত্রয়ের সমতা সাধন, মননাশ; আত্মার স্বারূপ্য বিধান। মননাশের এই পন্থা আবার অবান্তর-ভেদে দ্বিবিধ। প্রথম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিতের প্রাবল্য লোপ; দ্বিতীয়, সদানন্দকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মত্রয়কে এক ভূমিকায় আনয়ন। এই প্রণালীতে যেমন, সদানন্দের জাগরণ, তেমন চিৎ সঙ্কোচ; পরিশেষে ধর্ম্মত্রয়ের এক ভূমিকায়

অবস্থান; আত্মার স্বারূপ্য বিধান; ব্রহ্মীভাব। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিত্তের প্রাবল্য লোপ, কর্ম্মপন্থা; সদ্ধর্ম্মের উদ্বোধনে চিত্তের উপশান্তি জ্ঞান পন্থা; আনন্দ ধর্ম্মের জাগরণে চিত্ত-প্রশান্তি, ভক্তিপন্থা।

দেখিলেন, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই তিনটী বিভিন্ন মার্গ। পূর্ব্বে বলিয়াছি জ্ঞান মূল ভূমিকা; কর্ম্ম ও ভক্তি উহার অভিব্যক্তি। সুতরাং জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি তিনটী স্বতন্ত্র পন্থা হইলেও, উহারা পরস্পর অপেক্ষী। জ্ঞানমার্গে কর্ম্ম ও ভক্তির, কর্ম্মমার্গে জ্ঞান ও ভক্তির, এবং ভক্তিমার্গে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহায়তার প্রয়োজন।

অবিমিশ্র জ্ঞান, সত্ব; সত্ব, প্রকাশ; প্রকাশ, তেজ। তেজ, আশ্রয়াপেক্ষী; অনাশ্রয়ে, ক্ষণিক স্ফুরণে লুপ্ত। ইন্ধনাশ্রয় বিনা অগ্নিধারণ বা অগ্নির তেজোবৃদ্ধি, তন্ত্রীর সাহায্য বিনা তাড়িত ধারণ বা উহার শক্তিবৃদ্ধি, অসম্ভব। তেমন, কর্ম্ম ও ভক্তি বিনা জ্ঞানোন্নতি অসাধ্য। কর্ম্ম ভক্তি

সমন্বিত জ্ঞান, আধ্যাত্মিক; কর্ম্ম ভক্তি বিহীন জ্ঞান, লৌকিক।

অবিমিশ্র কর্ম্ম, রজঃ; রজঃ, অশম; অশম, চাঞ্চল্য, হু হু গতি; ফল লক্ষ্যচ্যুতি, কক্ষচ্যুতি; নিয়মন প্রয়োজন। নিয়ামক, জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞান ও ভক্তি সহকৃত কর্ম্ম, আধ্যাত্মিক; জ্ঞান ও ভক্তি বিহীন কর্ম্ম, লৌকিক।

অবিমিশ্র ভক্তি, তমঃ; তমঃ, প্রমাদ, আলস্য। প্রমাদে, বস্তুতে বস্ত্বন্তর উপলব্ধি; আলস্যে, ভ্রান্তির অনপনোদন। ইষ্টদেবে প্রাকৃত পিতা, মাতা বা প্রাকৃত সখা, নায়ক বুদ্ধি; ভক্তির নামে আসক্তি। আলস্য বশে সংশোধনে অনিচ্ছা। সংশোধক জ্ঞান ও কর্ম্ম। জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগে ভক্তি, আধ্যাত্মিক; জ্ঞান ও কর্ম্ম বিনা ভক্তি, লৌকিক; আসক্তির নামান্তর।

যে সকল সম্প্রদায় ভক্তিমার্গে অবস্থিত আছেন, তাহারা অনেক সময় জ্ঞান ও কর্ম্মকে বাদ দিয়া থাকেন; আবার বৈদান্তিক জ্ঞানবাদীগণ ভক্তি ও

কর্ম্মের অবহেলা করেন। দেখিলেন, এই বিশ্লেষ যুক্তি বিরুদ্ধ। শাস্ত্রের অনুশাসন তদ্রূপ।

ভাগবতে জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তির উপদেশ আছে। ভাগবতে লিখিত আছে—

তস্মাজ্‌জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥

জ্ঞান সাহায্যে আপনাকে জানিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ভগবান্‌কে ভক্তিভাবে ভজনা কর। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আনীত বিখ্যাত ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে লিখিত আছে—

প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামাত্মন্যানন্দচিন্ময়ী।
উদেত্যনুত্তমা ভক্তি র্ভগবৎপ্রেমলক্ষণা॥

জ্ঞান ও ভক্তি সহযোগে আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে, ভগবৎপ্রেমস্বরূপা ভক্তির উদয় হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে ঐ উপদেশ।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

হরিকীর্ত্তনের এই কয়টী অঙ্গ জ্ঞানসাধন। গীতায়

"অমানিত্ব মদম্ভিত্ব মহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং" ইত্যাদি শ্লোকে যে বিংশতি জ্ঞানসাধন বর্ণিত আছে, ইহারা তাহার অন্তর্গত।

দেখিয়াছেন, অক্ষোভে ব্রহ্ম নিরুপাধি সত্তা, আত্মা নিরঞ্জন। সংক্ষোভে একত্বে ত্রিত্বের আবির্ভাব। ত্রিধর্ম্ম স্বরূপাবস্থা নহে; স্বরূপ এক-ধর্ম্মাত্মক। বক্তৃতার সুবিধার জন্য, আমি এ প্রসঙ্গে ব্রহ্ম ও আত্মাকে ত্রিধর্ম্মী বলিয়া বর্ণনা করিলাম; এবং পরেও এরূপ করিব। আপনারা ত্রিত্বের হিসাবে কথাগুলি বুঝিয়া লইয়া, যথাস্থানে একত্বের অধ্যাহার করিবেন।

কর্ম্মমার্গ। কর্ম্মে কর্ম্মসঙ্কোচ; অনলে অনল-নির্ব্বাণ। অসম্ভব বোধ হইলেও, বস্তুতঃ সম্ভব। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ॥

কেহ ক্ষণকাল কর্ম্মবিহীন হইয়া থাকিতে পারে না; অবশের মত কর্ম্ম করিতেছে। কর্ম্মলোপ অসম্ভব।

কর্ম্ম উদ্দেশ্যক বুদ্ধি সঙ্কোচ সম্ভব। এই বুদ্ধি সঙ্কোচ, কর্ম্ম সাধনা। "আমি করি" এই ভাবের লোপ, অহঙ্কার নিরাস, কর্ম্মমার্গ। জ্ঞান ভিত্তির উপর কর্ম্মমার্গ প্রতিষ্ঠিত।

চিত্তের বিলাস কর্ম্ম। জীব যাহা করে তাহাই কর্ম্ম। এ হিসাবে সন্ধ্যা, বন্দন, যাগ, যজ্ঞ এবং বিষয় ব্যাপার, পরিবার প্রতিপালন ইত্যাদিতে কোন ভেদ নাই। সকলই চিত্তের ক্রীড়া, সকলেই অহঙ্কারের তরঙ্গ হিল্লোল, "আমি করি" এই ভাবের যোগ। যাহা কিছু প্রভেদ, সূক্ষ্মতা আর স্থূলতা। সন্ধ্যাবন্দনাদি সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যক; বিষয় ব্যাপার স্থূল উদ্দেশ্যক। সাধারণ ভাবে, সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যক কর্ম্ম চিত্তকে সূক্ষ্মাভিমুখী, এবং স্থূল উদ্দেশ্যক কর্ম্ম চিত্তকে স্থূলাভিমুখধাবী, করে। তথাপি কর্ম্ম মার্গের মূলতত্ত্ব, স্থূলতা সূক্ষ্মতা নহে। উহা, নিরহঙ্কারতা, সাহঙ্কারতা। নিরহঙ্কার কর্ম্ম সাধনার সহায়; সাহঙ্কার কর্ম্ম অন্তরায়।

সদম্ভ পূজা। দেবপূজা হইলেও দম্ভহেতু

সিদ্ধির অন্তরায়। অহঙ্কারের উপচয়; আমিত্বের ঘনতা; চিত্তের তরলতার পরিবর্ত্তে পুষ্টির বিধান। অহঙ্কার পরিশূন্য ভাবে আততায়ী বিতাড়ন। লৌকিক ব্যাপার হইলেও, নিরহঙ্কারতা বশতঃ সিদ্ধির সহায়। নিরহঙ্কার ক্রিয়ার সূচনা; ক্রমে অহঙ্কার সঙ্কোচ, চিত্তের তরলতা; কালে আমিত্বের লোপ। সকলই কৌশল। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

কৌশলে লৌকিক কর্ম্ম সাধনার অঙ্গ; অকৌশলে সন্ধ্যাবন্দনাদি সাধনার কণ্টক।

দেখিলেন, কৌশলে লৌকিক কর্ম্ম সাধনার অঙ্গ। ভাগবতে লিখিত আছে—

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্ব্বীর্য্যতামিয়াৎ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি॥

ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ বীজ বপন করিলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি নাশ হয়, শস্যোৎপত্তি হয় না; বরং উপ্ত বীজ নষ্ট হইয়া থাকে। বৈষয়িক জগতে

নিরহঙ্কার সূত্র ধরিয়া কর্ম্ম করিতে থাকুন ; বারংবার নিরহঙ্কার কর্ম্ম করিলে, কালে কর্ম্মক্ষেত্র ঊষর ভূমিতে পরিণত হইবে। কর্ম্ম সত্ত্বেও, অহঙ্কারের আবির্ভাব রুদ্ধ হইবে। চিত্তলোপ ঘটিয়া ব্রহ্ম সিদ্ধি হইবে।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা ধর্ম্মালোচনাকে সংসারযাত্রার বিরোধী ভাবিয়া, উহা হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। তাহারা এইবার মনের ভ্রম ঘুচাইয়া লউন। যিনি জগতকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ধর্ম্ম। তবে ধর্ম্ম কিসে জাগতিক ব্যাপারের বিরোধী ? জগত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ; জগতের তাবত ব্যাপার ধর্ম্মের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান। ধর্ম্মের তেজে সঞ্জীবিত ; ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে শোভমান। ধর্ম্মজ্ঞানে ঐ তেজ ও সুষমা প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান ; অজ্ঞানে উহা অন্তর্হিত, যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত। জ্ঞানে জগতের সকল ব্যাপার জীবন্ত সত্য, পরম শোভান্বিত ; অজ্ঞানে প্রাণহীন, জড়, ধূলি-পঙ্কিল। এই জ্ঞান

বিশাল তেজোময়, পরম শোভাময়। এই তেজ, এই সৌন্দর্য্য হিন্দুর পরম্পরাগত সম্পদ। ইহাতে অনধিকার, আপদের আপদ। ধর্ম্ম, কর্ম্মের অবিরোধী। ধর্ম্মে কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ; ধর্ম্মে কর্ম্মের তেজ ; ধর্ম্মে কর্ম্মের সৌন্দর্য্য।

সন্ধ্যা, বন্দন, যাগ, যজ্ঞ, ইত্যাদি কর্ম্ম সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যক। লৌকিক বিশ্বাস, ইহারা রহস্যময়। ইহাদের রহস্যময় শক্তিতে চিত্তলোপ হইয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মসিদ্ধি লাভ হয়। হিন্দুর ধর্ম্ম জীবন্ত সত্য : প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার। উহাতে রহস্তের স্থান নাই। যাহা আপাত রহস্যময় তাহার মূলে জীবন্ত সত্য। সত্যের অননুভবে রহস্যের ছায়াপাত। সন্ধ্যা বন্দন, যাগ, যজ্ঞ এসকল যন্ত্র ; কর্ম্মীর হাতের হাতোয়ার। সূক্ষ্ম যন্ত্র ; তীক্ষ্ণধার। অল্পায়াসে লক্ষ্য সিদ্ধি। লক্ষ্য অহঙ্কারের তরলতা, আমিত্বের লোপ, চিত্তের উপশান্তি ; আত্ম প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মসিদ্ধি। এই লক্ষ্যলাভে সন্ধ্যা বন্দনাদির সাফল্য ; অলাভে ব্যর্থতা।

অখণ্ড উপাসনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা যাইতেছে।

জ্ঞানমার্গ ।অখণ্ড জ্ঞান, সংক্ষুব্ধ ব্রহ্ম জগত, স্তব্ধীকৃত জগত ব্রহ্ম ; সংক্ষুব্ধ আত্মা মন, স্তব্ধীকৃত মন আত্মা ; ব্রহ্ম আত্মা ; আত্মা ব্রহ্ম। অভ্যাস বলে এই জ্ঞান যত স্থিরতর, তত সংক্ষোভলোপ, অক্ষোভ প্রতিষ্ঠা ; তত জগত লোপ, ব্রহ্ম প্রকাশ ; তত মনলোপ আত্মা প্রকাশ ; পরিশেষে অভেদ এক তত্ত্ব।

"জ্ঞানবাদ" নামক স্বতন্ত্র বক্তৃতায় এই প্রণালী বিস্তৃত ভাবে আন্দোলনের বাসনা রহিল।

ভক্তিমার্গ। ভক্তি আনন্দ ধর্ম্ম মূলক, রসাত্মক। রস-সিঞ্চনে ক্রিয়ার সঙ্কোচ, চিত্তের উপশান্তি। সংক্ষোভের লোপ, অক্ষোভের প্রতিষ্ঠা। চিত্তের বিগলন ; আত্মার স্বারূপ্য সাধন ; ব্রহ্মীভাব।

"ভক্তিবাদ" নামক স্বতন্ত্র বক্তৃতায় এই প্রণালী বিস্তৃত ক্রমে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

দেখিয়াছেন, মনস্তম্ভন অখণ্ড সিদ্ধি। মন-

স্তম্ভনের পন্থা চতুষ্টয় ; যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। এই চারির মিশ্রণে হিন্দুর অখণ্ড উপাসনা।

হিন্দুর নিত্য উপাসনা, অখণ্ড উপাসনা। উহাতে প্রাণায়াম যোগ ; ভূতশুদ্ধি জ্ঞান ; সমগ্র উপাসনা কর্ম্ম ; প্রত্যেক অঙ্গের অভ্যন্তরে ভক্তির পীযূষ স্রোত প্রবাহিত। নিত্য উপাসনায় "হং যং বং লং রং" বলিয়া যে মন্ত্রপাঠ, উহা জগতস্তম্ভন, ব্রহ্ম-প্রকাশ ; মনস্তম্ভন আত্ম-প্রকাশ। জীব ব্রহ্মীভূত হইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত। ব্রহ্মীভাবের স্থিরীকরণ লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য-লাভে, অবলম্বন তিনটী। প্রথম অভীষ্ট দেবতা ; দ্বিতীয় মন্ত্র ; তৃতীয় গুরু।

অভীষ্ট দেবতা। ব্রহ্মস্বরূপ। অক্ষুব্ধ পূর্ণ ব্রহ্ম হইয়াও, সাধনার সহায় স্বরূপে, সংক্ষোভশীল। সাধকের অভীষ্ট অবয়বধারী ; রূপ ধ্যান ধারণার যোগ্য। নিরুপাধি সত্তা হইলেও, চিদানন্দ পরি-গ্রাহী ; সত্ত্বময় হইলেও, রজস্তম বিকাশী ; জ্ঞানময় হইলেও, ক্রিয়ারত ও রসময়। ভাব ভক্তির

বিষয়। স্রষ্টা, পাতা, ধাতা, সংহর্ত্তা, কোথাও বা পুত্র, পতি, সখা রূপে বিকাশিত। মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজ; সাধকের সাধনানুসারে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ। সাধনা বলে সাধক যেমন অগ্রসর, তেমন দেবতার তেজ সঞ্চার, সাধকের শক্তি পুষ্টি। পরিশেষে মনোলোপে যখন আত্মপ্রকাশ, দেবতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তখন সাধকের অভীষ্টরূপে তাহার হৃদয়ে বিরাজমান। দেবময় জগত; দেবময় সাধক। ইহা সাকার সিদ্ধি।

আপনারা দেখিয়াছেন, আত্মসিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি; আত্মা ব্রহ্ম; ব্রহ্ম আত্মা; একতত্ত্ব। উহাতে সংক্ষোভের সম্যগভাব। পূর্ণ অক্ষোভ। যে সাকার সিদ্ধির কথা বলিলাম, তাহা সংক্ষোভবর্জ্জিত নহে। ইহাতে ব্রহ্ম দেবরূপে সংক্ষুব্ধ; আত্মা পূর্ণ অক্ষোভে প্রতিষ্ঠিত নয়। দেবতার দৃশ্যরূপ; রূপদ্রষ্টা মন বিদ্যমান। যখন দেবময় জগত, দেবময় সাধক, তখনও মনের সম্যক্ নিরাস নাই। সম্যক্ নিরাসে পূর্ণ অক্ষোভ, এক মাত্র সত্তা।

পূর্ণ অক্ষুব্ধ সিদ্ধি না হইলেও, সাকার সিদ্ধি অখণ্ড উপাসনার লক্ষ্য। হিন্দুর উচ্চজ্ঞানের পরিচয়; পরম গৌরব। মনসাহায্যে মনোনাশ; কণ্টকে কণ্টকোত্তোলন। অক্ষুব্ধ ব্রহ্ম সিদ্ধির প্রশস্ত উপায়। ইহা হইতে পূর্ণ অক্ষোভ, চৈতন্যময় স্বারূপ্য, অখণ্ডে প্রতিষ্ঠা, সাধ্য সাধক সাধনার একীকরণ, মাত্র একপদ ঊর্দ্ধগমন।

মন্ত্র। সমাজে অনেক লোক আছেন, যাহাদের শিক্ষা শৈশব হইতে হিন্দুভাবে পরিচালিত হয় নাই। তাহারা মন্ত্রের নামে হয়ত হাসিয়া উঠি-বেন। বলিবেন, মন্ত্র আবার কি? উপাসনা ত মনোরাজ্যের বিষয়, ভাবের ব্যাপার। তাহার আবার অক্ষর বিচার, কথা বিচার কি? হিন্দুর ধারণা অন্যরূপ। জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে—

গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

মন্ত্র অক্ষর সমষ্টি বা ধ্বনি সমষ্টি নহে। উহা

নাদাত্মক। নাদ বলিতে অনুস্বারাত্মক ধ্বনি। নাদ ব্রহ্মস্বরূপ। ভাগবতে লিখিত আছে —

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥

সমাধি সম্পন্ন ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে নাদ সঞ্জাত ; চিত্তবৃত্তিরোধে উহার অনুভব হয়। ইহা যোগী-গণের এমন কি সাধারণজনের প্রত্যক্ষ। ব্রহ্মা এস্থলে পরমাত্মা বোধক।

দেখিলেন, মন্ত্র নাদাত্মক, ব্রহ্মস্বরূপ ; আবার অভীষ্ট দেবতা ব্রহ্মময়। মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন। মন্ত্রে দেবতা বিরাজিত। দেবতায় মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। দেবতা মন্ত্রময় ; মন্ত্র দেবময়। দেবতা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজ ; মন্ত্র ব্রহ্মের তেজঃপুঞ্জ। মন্ত্রের দুইটী অঙ্গ ; বীজ ও মূল। বীজে দেবতার আবির্ভাব ; মূলে স্থিরীকরণ। মন্ত্র জপ দেবশক্তির আয়ত্তী-করণ ; ব্রহ্ম তেজ আহরণ। মন্ত্রজপে দেবতাসিদ্ধি ; ব্রহ্মসিদ্ধি। দেবময়, ব্রহ্মময় জগত।

বৈষ্ণবগণ শুনিয়াছেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণনামে ভেদ নাই। তত্ত্বটী এবার বুঝিয়া লউন।

এস্থলে কেহ হয়ত বলিবেন, এ সব প্রহেলিকা। জীবন ভরিয়া মন্ত্রজপ করিলাম; না ঘুচিল জগত; না হইল তেজোলাভ; না হইল দেবতার সাক্ষাৎ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ সব প্রহেলিকা নয়। তেজ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে যে সকল অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন, তাহার অভাব। মন অপরিচালক; তেজোলাভমাত্র উহা চালাইয়া লইয়া নিরাপদ প্রকোষ্ঠে ন্যস্ত করিতে অপারক। যেমন অগ্নি সঞ্চার, তেমন সংসারবাত্যার ফুৎকারে নির্ব্বাণ। জীবন ভরিয়া এই ব্যাপার। জপেও অজপ; পাইয়াও অপ্রাপ্তি। মনের পরিচালকতা বিধান করুন; সংসারের ঝটিকা শান্ত হউক; নিশ্চয় দেখিবেন, মন্ত্র ব্রহ্মতেজ, মন্ত্রজপ ব্রহ্মসিদ্ধি।

গুরু। হিন্দুর ধারণায় গুরু মনুষ্য নহেন। ব্রহ্মস্বরূপ; মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজ। অভীষ্ট দেবতা; সাধনার সহায়স্বরূপে গুরু রূপে আবির্ভূত। গুরুতে

মনুষ্য বুদ্ধি সাধনার অন্তরায়; ব্রহ্মজ্ঞান দেববুদ্ধি, সাধনার সহায়। গুরু যে মন্ত্রদান করেন, তাহা সিদ্ধ মন্ত্র, দেবশক্তিময়, তেজোময়, সজীব। দীক্ষা তেজঃসঞ্চার। গুরু ইচ্ছা করিলে, তাহার নিজ শক্তি শিষ্যে সংক্রমিত করিতে পারেন। সাধককে একদা তাহার নিজ ভূমিকায় তুলিয়া লইতে পারেন। গুরুর কৃপা ভিক্ষা; উদ্দেশ্য, এই শক্তি-লাভ। প্রসাদ ভক্ষণ, পাদ ধারণ; লক্ষ্য, পুঞ্জীভূত শক্তি আকর্ষণ।

গুরু, মন্ত্র, অভীষ্টদেবতা, তিনকে অভেদ কল্পনা করিয়া উপাসনা, অখণ্ড উপাসনা; অখণ্ড সিদ্ধির সাধনা। সাধক সাধনায় যত অগ্রসর, তত মনোলোপ, জগত লোপ, ইষ্টদেবতার স্থিরী-করণ, আনন্দের উৎস উন্মোচন। পরিশেষে দেবময় জগত, আনন্দের প্লাবন; সাধ্য. সাধক, সাধনার একীভাব, চরমসিদ্ধি।

অখণ্ড উপাসনার দিগ্‌দর্শন করা হইল। স্বতন্ত্র বক্তৃতায় পরিপাটিরূপে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

দেখিলেন, সাধনায় মনলোপ, জগত লোপ। মনলোপ, জগতলোপ, বিকৃতির প্রকৃতিস্থতা, বৈরূপ্যের স্বারূপ্য। এই হিসাবে সাধনা নষ্টোদ্ধার, ইহার ফল ক্ষতির পূরণ, নূতন অলাভ। আবার দেখুন, সাধনা আত্মসিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি। আত্মা, ব্রহ্ম, শক্তিময় তেজোময়। আত্মসিদ্ধি ব্রহ্মসিদ্ধি, শক্তিসঞ্চয় তেজোলাভ। এই হিসাবে সাধনা, ক্ষতির পূরণ নহে, নূতন তেজোলাভ। মনোলোপ জগতলোপ আনুষঙ্গিক।

সাধনায় শক্তি সঞ্চয়, তেজোলাভ। লৌকিক জগতে দেখি, শক্তি ও তেজ সঞ্চরণশীল, সংক্রমণযোগ্য। ইন্ধন হইতে ইন্ধনান্তরে অগ্নিসঞ্চার, বস্তু হইতে বস্ত্বন্তরে তাড়িতপরিচালন। আধ্যাত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক তেজ, এই নিয়ম বহির্ভূত নহে। এক আধার হইতে আধারান্তরে সঞ্চারযোগ্য, সংক্রমণশীল।

পুরোহিত যজমানের ঘরে শালগ্রামে তুলসী দান করিলেন। যজমান দ্রব্যসম্ভার যোগাইয়া

দিল, সংযত চিত্তে ক্রিয়া সান্নিধ্যে অবস্থান করিল. ভক্তিভরে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া সাফল্য প্রার্থনা করিল। তাহার আধ্যাত্মিক শক্তির কিছু উপচয় হইল। এই সাধনায় পুরোহিত প্রধান সাধক। তিনি উপাসনার প্রণালী অনুসারে যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিসহকারে, শালগ্রামরূপী নারায়ণের অর্চ্চনা করিলেন। তাহার প্রভূত শক্তি সঞ্চয় হইল। এই শক্তি সঞ্চার যোগ্য, আধারান্তরে সংক্রমণশীল। পুরোহিত ইহা সঞ্চালিত করি-লেন; যজমান এই শক্তি সম্যক্ লাভ করিল; যাহারা পুরোহিতগণকে প্রবঞ্চনাপর, অর্থগ্রাহী মনে করেন, তাহারা একবার এই তত্ত্বটী বুঝিয়া দেখুন।

পিতা পরলোকগত। পুত্র পিতার স্বর্গকামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিল; গয়াধামে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান হইল। পুত্রের যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির একটা সজীব পরিচালনা ঘটিল; তৎফলে তাহার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রচুর উপচয় হইল। পুত্র পিতার উদ্দেশ্যে

তাহা সঞ্চালিত করিল। ঐ শক্তি পরলোকে পিতার প্রয়োজনে লাগিল। পিতার মনোলোপ করিয়া উদ্ধারের সহায় হইল। ব্যর্থ অনুষ্ঠান, কি সার্থক ?

ভগবান্ গীতায় বিভূতি বর্ণন অধ্যায়ের উপসংহারে বলিয়াছেন,—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমার বিভূতি হইলেও, আমি বস্তু বিশেষে স্থল বিশেষে অপেক্ষাকৃত অধিক তেজো-নিধান পূর্ব্বক, ঐ বস্তু ও ঐ স্থলকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শোভাসম্পদসমন্বিত এবং সমধিক প্রভাব-সম্পন্ন করিয়া তুলি। এই তত্ত্বটী লৌকিক অনেক বিশ্বাসের ভিত্তি। তীর্থের পবিত্রতা, বিগ্রহ বিশেষের শক্তিমত্তা, লোকবিশেষের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, বৃক্ষ বিশেষের দেবতাত্মতা, এই তত্ত্ব-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেহ ইহাকে কুসংস্কার বা অন্ধ

বিশ্বাস মনে করিবেন না। তীর্থে স্নান, বিগ্রহকে পূজা প্রণাম, সকলই শক্তি লাভ উদ্দেশ্যক।

বলিয়াছি, স্বর্গ ভোগস্থান; স্বর্গ হিন্দুর লক্ষ্য নয়। হিন্দুর ধারণায় স্বর্গ নানা। কতকগুলি ভোগলোক; কতকগুলি মোক্ষের নামান্তর, "স্বপদ" "স্বরূপের" স্থূল অভিব্যক্তি।

ইন্দ্রের স্বর্গ। এখানে, নন্দন কাননের বিচিত্র শোভা, পারিজাতের সৌগন্ধ, মৃদু সমীর সঞ্চার, সুধার আস্বাদ, হর্ম্ম্যে আবাস, অপ্সরার বিলোল নৃত্য। এরূপ ভোগ্য স্বর্গ, হিন্দুর লক্ষ্য নয়।

কৃষ্ণলোক, শিবলোক; বৈকুণ্ঠ, কৈলাস। ইহাও স্বর্গ বটে; কিন্তু ভোগ স্থান নহে। দেবতা সত্বময়, পুরুষ সত্বময়, সম্বন্ধ সত্বময়। বৈকুণ্ঠে সত্বময় সেবানন্দ; কৈলাসে সত্বময় যোগানন্দ। একমাত্র সত্ব বিরাজমান। ইহা নির্ব্বাণ মোক্ষের নামান্তর; স্থূল অভিব্যক্তি। চরম সিদ্ধিতে যাহা "স্বপদ" "স্বরূপ"; সাকার সিদ্ধিতে তাহা, কৃষ্ণলোক, শিবলোক; বৈকুণ্ঠ, কৈলাস। এই স্বর্গ হিন্দুর

লক্ষ্য ; ইহা হইতে পরতর লক্ষ্য থাকিলেও, ইহা হিন্দুর প্রার্থনীয়। ইহা সাকার সিদ্ধির চূড়ান্ত।

ভাল, কৃষ্ণলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, এসব কি সত্য ? না মিথ্যা ? ইহাদের কি অস্তিত্ব আছে ? না পুরাণের কল্পনা ? উত্তর, যেমন জগত। সৎ, অসৎ ; সত্য ও মিথ্যা। আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম হিসাবে সত্য ; স্থূল অভিব্যক্তি হিসাবে মিথ্যা। আবার স্থূল অভিব্যক্তি লৌকিক হিসাবে সত্য, ধ্রুব সত্য। জগতের আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় কৃষ্ণ ও শিব স্বপ্রকাশ ; নক্ষত্রখচিত গগনবৎ বৈকুণ্ঠ ও কৈলাস শোভমান। জগত যেমন মর্ত্তবাসী সদেহ মনের সৃষ্টি ; বৈকুণ্ঠ, কৈলাস তেমন পরলোকবাসী বিদেহ মনের উপপত্তি। যতক্ষণ মন, ততক্ষণ জগত। পরলোকেও এ নিয়মের সম্যক্ প্রভাব। দেখিয়াছেন, সাকার সিদ্ধিতে মনের তরলতা, সম্যক্ লোপ নহে। যেমন তরল মন, তেমন তরল জগত। মন যেমন সত্ত্বময়, জগত তেমন সত্ত্বময়। জগত অবশ্যম্ভাবী, জগত নিশ্চিত।

সাকার সিদ্ধের পক্ষে, কৃষ্ণলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, নিশ্চিত সত্য ; ধ্রুব সত্য।

পাপ, পুণ্য দুইটী কথা। পাপ অস্বর্গ্য ; পুণ্য স্বর্গ্য। পাপে শাস্তি, নরকভোগ; পুণ্যে পুরস্কার, স্বর্গলাভ। ইহা লৌকিক ধারণা। তত্ত্বের হিসাবে পাপ পুণ্য কি ? তত্ত্ব চিত্ত-প্রশান্তি ভিন্ন, অপর কিছু বোঝে না। তত্ত্ব বলে, যাহা চিত্তের প্রাবল্য-বর্দ্ধক তাহা পাপ ; যাহা প্রাবল্য সঙ্কোচক তাহা পুণ্য। যাহাতে অহঙ্কার ঘনীভূত, আমিত্বের একটী নূতন লেপ, চিত্তের ক্রিয়াগ্নিতে ইন্ধনদান, তাহা পাপ। যাহাতে অহঙ্কার তরলীকৃত, আমিত্বের লেপ লোপ, চিত্তের ক্রিয়ানলে জলসিঞ্চন, তাহা পুণ্য।

কর্ম্ম স্বয়ং পাপকর বা পুণ্যজনক নহে। যে বুদ্ধি যোগে কর্ম্ম করা হয়, কর্ম্মের পাপত্ব পুণ্যত্ব ঐ বুদ্ধি-সম্ভূত। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

যে জন অহঙ্কার সহযোগে কর্ম্ম করে না, সে জন সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিয়াও পাপে নিবদ্ধ হয় না।

পাপের শাস্তি অহঙ্কার উপচয়; পুণ্যের পুরস্কার অহঙ্কার সঙ্কোচ। এ ত বড় সূক্ষ্ম শাস্তি, সূক্ষ্ম পুরস্কার। পাপের জন্য ইহকালে ক্লেশভোগ পরকালে নরক; পুণ্যের জন্য ইহকালে সুখলাভ, পরকালে স্বর্গ; এ ব্যবস্থা না হইলে, কে ই বা ছাড়িবে পাপ? কে ই বা করিবে পুণ্য?

যতক্ষণ বুদ্ধি স্থূল, ততক্ষণ এরূপ ধারণা বটে; যখন বুদ্ধি সূক্ষ্ম, তখন এরূপ নয়। তত্ত্বের হিসাবে, সমগ্র জগত একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার; পাপ, পুণ্যের ফল সূক্ষ্ম না হইয়া কিরূপে স্থূল হইবে? তত্ত্ব ছাড়িয়া দিউন, মনের প্রহেলিকায় প্রতিষ্ঠিত হউন, জগত স্থূল; পাপ, ইহকালে ক্লেশ তাপ, পরকালে নরক; নিশ্চিত নরক, ধ্রুব নরক। পুণ্য ইহকালে সুখ শান্তি, পরকালে স্বর্গ; নিশ্চিত স্বর্গ, ধ্রুব স্বর্গ। তত্ত্ব ধরুন, মনের স্বরূপে বদ্ধদৃষ্টি

হউন, জগত্ত সূক্ষ্ম; পাপ অহঙ্কার বৃদ্ধি; পুণ্য অহঙ্কার হ্রাস।

অহঙ্কার বৃদ্ধি, অহঙ্কার হ্রাস, সূক্ষ্ম বিষয় হইলেও উহার পূর্ণ অভিব্যক্তি একবার চিন্তা করুন। অহঙ্কার উপচয়ে জীবত্বে স্থিতি, ত্রিতাপ দহন, স্বারূপ্য হইতে নির্ব্বাসন, মনের প্রাবল্য, মরিয়াও প্রাণ ধারণ, পুনঃ পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে আগমন; অহঙ্কার সঙ্কোচে জীবত্বের ক্ষালন, স্বারূপ্য লাভ, মনের লোপ, মরিয়া মুক্তি, অপুনর্ভব, অক্ষয় আনন্দ সিদ্ধি। ইহার তুলনায় এণ্ডামান নির্ব্বাসন, বা যমালয়ে নরক ভোগ; ইহকালে ধন জন লাভ, বা পরকালে স্বর্গভোগ; সূক্ষ্ম কি স্থূল? লঘু কি গুরু?

লৌকিক ধারণায় পাপ পুণ্যের আর একটা দিক্ আছে। দেবতার তুষ্টি; দেবতার রুষ্টি। পুণ্যে দেবতার তুষ্টি; পাপে দেবতার রুষ্টি। দেবতার তুষ্টি, পুণ্য; দেবতার রুষ্টি, পাপ। কথাটী তত্ত্বের ভাষায় বুঝিয়া লউন। দেবতার

তুষ্টি, শক্তির উপচয়; আত্ম বৈরূপ্যের তারল্য; অহঙ্কারের লেপ লোপ। দেবতার রুষ্টি, শক্তির খর্ব্বতা; আত্ম বৈরূপ্যের বিবৃদ্ধি; অহঙ্কারের উপচয়। যাহা দেবতার হিসাবে, তাহা "আমি" এর হিসাবে; কেবল হিসাব ভেদে, কথার ভেদ।

বুঝিলেন, হিন্দুর ধর্ম্ম এক বিশাল জগত; ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী উহার প্রসর। এই জগতের তুইটী কেন্দ্র। এক, ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপী দেবতা; অপর, "আমি"। একই জিনিশ; কেবল দৃষ্টি ক্রমের পার্থক্য। ধর্ম্ম শক্তিরূপ, ধর্ম্ম সাধনা শক্তি সঞ্চয়; এই ভাবে দেখিলে, ধর্ম্ম জগতের কেন্দ্র দেবতা, ব্রহ্ম। ধর্ম্ম নষ্টোদ্ধার, ক্ষতির পূরণ, বৈরূপ্যের স্বারূপ্য সাধন; এই ভাবে দেখিলে, ধর্ম্ম জগতের কেন্দ্র, "আমি"। যেমন শক্তি সঞ্চয়; তেমন নষ্টোদ্ধার, ক্ষতির পূরণ। যেমন নষ্টোদ্ধার ক্ষতির পূরণ; তেমন শক্তি সঞ্চয়। চরমে পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ পূরণ। পূর্ণ ব্রহ্মশক্তি, পূর্ণ দেবশক্তি; পূর্ণ

"আমি"। "আমি" ব্রহ্ম, "আমি" দেব; ব্রহ্ম "আমি", দেব "আমি"। অদ্বয় পরতত্ত্ব।

গণিততত্ত্ব হইতে ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ কথাটী গণিততত্ত্বের সাহায্যে আরও স্ফুট করিব।

ধর্ম্মক্ষেত্র যেন গণিতের বৃত্ত চাপিয়া বৃত্তাভাস*। এক কেন্দ্র; দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দ্বিকেন্দ্র। দুই পার্শ্বে দুইটী কেন্দ্র। এক পার্শ্বে এক কেন্দ্রের হিসাবে যাহা সত্য, অপর পার্শ্বে অপর কেন্দ্রের হিসাবে ঠিক্ ঐ সত্য বিরাজিত। বৃত্তের কৈন্দ্রিক অনুপাত † শূন্য; বৃত্তাভাসে উহা বিদ্যমান। জীব স্বরূপ হইতে পরিভ্রষ্ট, স্বতেজ হইতে পরিচ্যুত; ব্রহ্ম হইয়াও জীব। যত কেন্দ্রদ্বয় পরস্পরের দিকে আগুয়ান, তত কৈন্দ্রিক অনুপাতের তিরোধান। পার্থক্যের লোপ, ব্রহ্মত্বের আবির্ভাব। চরমে যখন কেন্দ্রদ্বয় একীভূত, তখন কৈন্দ্রিকতা শূন্য; একমাত্র

---

* Ellipse. † Eccentricity.

কেন্দ্র ; বৃত্তাভাস আবার বৃত্ত। জীবত্বের লোপ ; ব্রহ্মত্বের প্রতিষ্ঠা। একমাত্র ব্রহ্ম। গুরুগীতার সেই "অখণ্ড মণ্ডলাকার"।

দেখিয়াছেন, আমি এই বক্তৃতায় সৎ সত্তা, জ্ঞান অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। অনেকে সৎ সত্তা, নিত্যতা অর্থে ব্যবহার করেন। নিত্যতা অর্থ ধরিলে, পূর্ব্বাপর ঐক্য দৃষ্ট হয় না। সৎ সত্তা, জ্ঞান অর্থে ব্যবহার করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। আপনারা এই বক্তৃতায় উহা উপলব্ধি করিয়াছেন। যুক্তি এই মতের অনুকূল। সৎ, সত্তা ; সত্তা, জ্ঞানময়তা ; অস্তিত্ব, জ্ঞানময়ত্ব। আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি। পাশ্চাত্য দর্শনে এই যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে *। বস্তুতঃ জ্ঞানই সত্তা ; সত্তাই জ্ঞান।

বুঝিলেন, হিন্দুরধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তত্ত্ব, উহার ভিত্তি। হিন্দুর

* Cogito Ergo Sum.

ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, সাধনাতত্ত্ব হিন্দুর পরমার্থ ভাণ্ডারের তিন অমূল্য রত্ন। ইহাদের প্রভায় হিন্দুর দেশ উজ্জ্বলিত। সুদূর পাশ্চাত্যদেশেও ইহাদের জ্যোতি প্রসারিত। জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম বিজ্ঞানের আলোকে সঙ্কুচিত; হিন্দুর ধর্ম্ম বিজ্ঞানের ভিত্তি। বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া, যেন স্থূলে সূক্ষ্মের প্রকাশ। হিন্দুর ধর্ম্মে যেমন একদিকে নগ্ন তত্ত্ব, তেমন অপরদিকে রুচির অনুষ্ঠান। তত্ত্ব ও অনুষ্ঠানের সমবায়ে, উহা যেন জলদ ও বিজুলীর মেলন। হিন্দুর ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম; সনাতন, সার্ব্বভৌম। যাবতীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মূল সূত্র; মূল প্রস্রবণ।

হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। সাম্প্রদায়িকগণ ইহা হইতে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন। এস্থলে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু আভাষ দেওয়া হইল।

বৈষ্ণবগণের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য। উভয়ে পূর্ণ ব্রহ্ম; লীলার নিমিত্ত, লোকশিক্ষার

জন্য, ধরাধামে অবতীর্ণ। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

বিদিতো ভগবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্॥

তুমি ভগবান্ প্রকৃতির পরাৎপর, পরমপুরুষ, নিরবচ্ছিন্ন অনুভব ও আনন্দ স্বরূপ, সর্ব্বান্তর্য্যামী। ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দময়, কারণের কারণ, সকলের আদি, স্বয়ং অনাদি। চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে লিখিত আছে—

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।

জগতে শ্রীচৈতন্যদেব হইতে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হইতে, পরতর তত্ত্ব কেহ নাই।

স্বারূপ্যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; গৌর, গৌর; বৈরূপ্যে কৃষ্ণ জগত; গৌর জগত। স্বারূপ্যে মানব পূর্ণ,

প্রেমময়, আনন্দময়, সেবাময়, নিত্যধামে পার্ষদরূপে সেবা ব্রতে বিরাজমান; বৈরূপ্যে মানব খণ্ড, প্রেম ও সেবা বিমুখ, ত্রিতাপদগ্ধ, সংসারের কীট। কৃষ্ণপদ, ব্রহ্মপদ; গৌরপদ, ব্রহ্মপদ। উহা মানবের স্বপদ; উহা হইতে পরিচ্যুতি অপদ। স্বপদ প্রতিষ্ঠা, অখণ্ড সিদ্ধি। উহার সাধনা, অখণ্ড উপাসনা, অখণ্ড প্রেম। অন্তরায় সংসার, মন। মনবশে কৃষ্ণ লুপ্ত, গৌর লুপ্ত, জগত প্রকাশ; আসক্তির স্রোতে প্রেমধারা বিলুপ্ত। মনরাহিত্যে, জগত লোপ: সংসার কৃষ্ণময়, গৌরময়: আসক্তি তিরোহিত, প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত। মনোনাশ লক্ষ্য। প্রেমের প্লাবনে মনটাকে গলাইয়া, জগত ভাসাইয়া, কৃষ্ণপ্রকাশ, গৌর প্রকাশ, বৈষ্ণবের সাধনা। ইহাই বৈষ্ণবের সিদ্ধি; নিত্যধামে অবস্থান।

ধৰ্ম্মসূত্র যেরূপ বুঝিয়াছি, তদ্রূপ বুঝাইলাম। হিন্দুর ধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ সত্য। উহাতে অনুরোধ নাই, উপরোধ নাই; অবিচারিত বিশ্বাসের স্থান নাই। বক্তৃতায় কোনও সত্য জীবন্তভাবে প্রতিভাত

না হইয়া থাকিলে, সে ত্রুটী আমার। আপনারা আমা হইতে যোগ্যতর ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ, এবং শাস্ত্রানুসন্ধান করিবেন।

সম্পূর্ণ।

এই পুস্তক নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। কলিকাতার গ্রাহকগণ ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চাটুর্য্যের পুস্তকের দোকানে, এবং ঢাকার গ্রাহকগণ পাটুয়াটুলী আশুতোষ লাইব্রেরীতে এই পুস্তক পাইবেন।

"[illegible] ও রাসলীলা" মুদ্রিত হইতেছে; সত্বর প্রকাশিত হইবে।

গোস্বামী শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।